তারক সংহার

কাব্য।

যদি কোবিদ মানস তোষকরং
মম গুম্ফিত কাব্য মিদং ভবিতা
চির চিন্তিন কষ্টমশেষমিতঃ
সফলং সকলঞ্চেত ইদং।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার
প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১নং কর্ণওয়ালীশষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও
২৩ নং পঞ্চানন তলা লেন নিউক্যানিং প্রেসে
শ্রীরামব্রহ্ম কুমার দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫

তারক সংহার কাব্য

প্রথম স্বর্গ

নমি আমি শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
অমৃতভাষিণি দেবি! পদাম্বুজে তব,
সচন্দন ভক্তি পুষ্পে ও পদ পল্লব,
অর্চ্চিব, বরদে মাতঃ, বরপ্রদায়িনি!

কবিতাসাগর পারে যাইতে বাসনা
ভাবনা তরঙ্গ তায় নিয়ত উত্থিত,
নিরখি হৃদয় মম সভয়ে কম্পিত,
দেহ মা, চরণ তরী দাসে পদ্মাসনা।

কালিদাস ভবভূতি বাল্মীকি হোমর।
শ্রীহর্ষ, ভারবী আদি যত কবিচয়,
একে একে পদতরী করিয়া আশ্রয়,
হইয়াছে পার সবে যশের সাগর।

কবির মানসক্ষেত্রে উদ্যান শোভিত,
কল্পনার তরু কত শোভে নিরন্তর,
মল্লিকা, মালতী, বেল, কুসুম নিকর
বিস্তারি সৌগন্ধ তায় নিত্য বিরাজিত।

তারক সংহার কাব্য।

চিন্তা সহ কুতূহলে বসি তরুতলে,
তুলি ফুল গাঁথি মালা দিব উপহার,
বড় সাধ আছে মাতঃ, হৃদয়ে আমার,
না জানি সে আশা বৃক্ষে কি ফল মা ফলে

উর তবে বিশ্বরমে! উর বীণাপাণি!
সাদরে বসায়ে মাতঃ, মানসনিলয়ে
কল্পনাপ্রসূত নব পুষ্পহার লয়ে
পূজিব সারদে, তব চরণ দুখানি।

ভীষণ তারক সহ ভঙ্গ দিয়া রণে,
কি যুক্তি করিল দেব মিলিয়া সকলে;
কেমনে ত্রিদিব রাজ্য উদ্ধারিল বলে,
বর্ণিতে সে সব মাতঃ, বড় সাধ মনে।

হিমাদ্রি শিখর মাঝে অসুরারিগণ
ছদ্মবেশ ধরি সবে লুক্কায়িত হায়!
দৈত্য শরে প্রপীড়িত হীনবীর্য্য প্রায়
ফেরুপাল সম সবে ভ্রমে অনুক্ষণ।

সন্ত্রাসিত, পরাভূত, বিতাড়িত হয়ে
ত্যজিয়া অমররাজ্য অবনীমণ্ডলে,
ভ্রমিছে, দহিয়া সবে যাতনা অনলে,
কে সিঞ্চিবে শান্তি বারি দেবের হৃদয়ে।

প্রতিহিংসা প্রতিক্ষণে জাগে দুর্নিবার,
ঈর্ষা, ভয়, ঘৃণা, রোষ উদি প্রতিক্ষণে,
লজ্জায় আকুল চিত ভাবে মনে মনে,
কেমনে স্বরগ রাজ্য হইবে উদ্ধার।

যথা গোমুখীর ধারা বাহিত সুস্বনে,
ভাগিরথী কলনাদে মৃদু নিনাদিত,
ভয়াকুল সুরবৃন্দ হৃদয়ে চিন্তিত,
বসিল গাঙ্গিনী তীরে বিষাদিত মনে।

অধোমুখ হয়ে সবে বসি পরস্পর
নির্ব্বাক নিস্পন্দ দুঃখে রহে কতক্ষণ,
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ইন্দ্র কহিল তখন,
শিহরিল দেবতনু শুনিয়া সে স্বর।

বিষম ঘৃণায় রোষে হইয়া বিহ্বল
সম্বোধিয়া দেবগণে কহিল বাসব,
"সামান্য দৈত্যের রণে হয়ে পরাভব
ভুলেছ কি সবে হায়! আত্ম বীর্য্যবল?

হা ধিক্! দেবতাকুলে নির্লজ্জ জীবন!
মর্ত্তলোকে নরগণ তারাও প্রধান,
রক্ষিতে সতত ব্যস্ত নিজ খ্যাতি, মান,
নরের অধম দেব হয়েছে এখন!

তারক সংহার কাব্য

কি জানি, সে কোন্ বলে দৈত্য মহাবলী!
নাহি কি সে বীর কোন—দেবতারদলে
অমর আলয় স্বর্গ উদ্ধারিতে বলে?
বীর শূন্য হয়েছে কি অমরমণ্ডলী?

অমরের কীর্ত্তি ভাতি প্রদীপ্ত ভুবনে।
সে কীর্ত্তিচন্দ্রিমা হলো অযশ নীরদে
আবৃত, দলিত আজি দৈত্য রাহুপদে,
কি সুখ দেবের আর ধরিয়া জীবনে!

কোকিল কুলায়ে হলো বায়সের বাস,
সুগন্ধি প্রসূন মাঝে কীটের সঞ্চার,
সাধুর আবাসে হলো চৌর অধিকার,
সুরভোগ্য স্বর্গে এবে দৈত্যের নিবাস!

দেবের সম্বল বল গিয়াছ হে ভুলি,
গৌরব, বিভব, মান সকলই বিগত,
দেবত্ব দাষত্বে এবে হলো পরিণত,
বাকি মাত্র আছে নিতে দৈত্য পদধুলি।

মার্জ্জার নিলয়ে আসি মূষিকের দল
প্রকাশে বিক্রম হায়! নির্ভয় অন্তরে
জীত হয়ে দৈত্যরণে দৈবতমণ্ডল
বিস্মৃত কি আত্মবল জনমের তরে!

নরের দুর্লভ স্বর্গ বৈজয়ন্তপুরে
প্রবেশি দানবকীট দুষ্ট দৈত্যদলে,
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে নিজ ভুজবলে,
তবু সে হলো না ঘৃণা অসুরারি সুরে!

ত্যজিয়া স্বরগ ভূমি ত্রিদিব মণ্ডলে,
কাপুরুষ ভীরু প্রায় অমর সমাজ
গুপ্ত বেশে অহর্নিশ ভ্রমে মহী মাঝ,
ব্রহ্মাণ্ডপূজিত জাতি শত্রু পদতলে!

কি আশ্চর্য্য! কাশ্যপেয়! নিরুত্তর সবে,
ডুবায়ে অমর নাম কলঙ্ক সাগরে,
নিশ্চিন্ত আছ কি ভেবে না জানি অন্তরে,
নির্ঘৃণ, নির্জ্জর সবে জানালে বাসবে!

কেমনে দেখাবে মুখ সুরবালা দলে।
কাপুরুষ বলি যবে অমরে ঘৃণিবে,
টুটিবে পরাণ তবে হৃদয় দহিবে;
করতালি দিয়া তারা হাসিবে সকলে।

কেন বা অমর করি সৃজিল বিধাতঃ।
নতুবা দৈত্যের রণে হয়ে পরাজিত
এখন ও কি এ জীবন বহিতে হইত,
কোন দিনে সে যাতনা নির্ব্বাপিত হ'ত।"

সুষুপ্ত শার্দ্দুল যেন জাগিয়া উঠিল
দারুণ ভর্ৎসনা বিষে জর্জ্জরিত কায়
রুষিল অনল দেব অনলের প্রায়,
পরুষ বচনে ইন্দ্রে কহিতে লাগিল—

" আখণ্ডল পুরন্দর, কেন বারম্বার,
বৃথা এ অমরগণে নিন্দ অকারণে,
কিদোষ দেবের বল হেরিলে নয়নে ?
তুমিও তো সঙ্গে ছিলে রণে সবাকার।

যার যত পরাক্রম জানে পরস্পরে,
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা পদ্মবন দলে,
দলিত অমর চমু, দানবের বলে,
স্বচক্ষে দাঁড়ায়ে সবে হেরেছ সমরে।

তারক সংগ্রামে যবে হইয়া বিজিত,
আদেশিলে মাতলিরে, পৃষ্ঠ দিয়া রণে
পলাইতে প্রাণভয়ে রথ আরোহণে,
সংজ্ঞাশূন্য মৃতপ্রায় রহিলে পতিত।

না হইতে পক্ষ গত বিস্মৃত হইলে ?
আত্ম দোষ নাহি দেখি পরগ্লানি করে
কে আছে তাহার সম মুর্খ চরাচরে,
কি হেতু দৈত্যেন্দ্র বল রনে উপেক্ষিলে ?

করিয়াছি বহুযুদ্ধ দানবের সনে,
সুতীক্ষ্ণ শলাকা সম শর প্রহরণে
খেদায়েছি দৈত্যবৃন্দে পাতাল ভবনে,
হই নাই শ্রান্ত তবু কভু এ জীবনে।

ধাতার প্রসাদে তুষ্ট অবহেলে সুরে।
অজেয় অমর রিপু দৈত্যকুল পতি.
নতুবা কি সুর করে পেয়ে অব্যাহতি
অধিকার করে বলে বৈজয়ন্তপুরে ?”

বিষম পরুষ বাক্যে হইয়া পীড়িত
অধোমুখে সুররাজ বসিল সভাতে,
ঊর্দ্ধফণা ফণী যথা দণ্ডের আঘাতে
প্রসারি পুনঃ সে ফণা করে কুণ্ডলিত।

ক্ষুব্ধচিত্ত মৌনব্রতী হেরি আখণ্ডলে
গর্জ্জিয়া উঠিল রোষে দেব প্রভঞ্জন ;
(প্রলয়ের ঝড় যেন বহিল তখন)
কহিতে লাগিল তবে সম্বোধি অনলে।

“হে অনন্ত, সেনাপতে, ছি! ছি! একি কায,
পুরন্দর শচীকান্ত দেবের ঈশ্বরে,
এ হেন কুৎসিত বাক্যে নিন্দিবারে তারে,
উপজিল নাহি মনে বিন্দুমাত্র লাজ ?

এত যদি হেয় ইন্দ্র অমরের দলে,
নমুচি শম্বর আদি দুর্দ্দান্ত দানবে,
কে নাশিল বল শুনি ভীষণ আহবে,
বৃত্রের সংহার কার্য্য কে সাধিল বলে ?

কাপুরুষ, ভীরু তুই দেবকুল মাঝে,
পশিতে শঙ্কিত যদি অরাতি সমরে,
ধীরের ঘৃণিত কার্য্যে বাসনা অন্তরে,
কেন বা রয়েছে তবে অমর সমাজে ?

নৈমিষ কানন মাঝে সুরবালা গণ
নন্দন কানন ত্যজি, বিহরে যথায়,
(ব্যাধশরে ভীতা যেন কুরঙ্গিনী প্রায়)
চঞ্চল গতিতে মরি ফিরে অনুক্ষণ ।

আশুগিয়া মিশ তুমি, সে সবার দলে,
পুনঃ সে পশিতে নাহি হইবে সমরে ;
লুকাইয়া রহ গিয়া অঞ্চল ভিতরে,
লুকায় চপলা যথা জলদের কোলে ।

অথবা কিঙ্কর বেশে দৈত্যরাজ পাশে
তোষ গিয়া মন তাঁর বিবিধ প্রকারে,
জানিয়া শরণাগত ক্ষমিবে তোমারে,
সেবিবে দৈত্যেশপদ মনের উল্লাসে ।

স্বাধীনতা মহাব্রত করি উদযাপন,
দৈত্যপদ রজঃ শীরে করিয়া ধারণ,
স্বর্গ সুখ ভুঞ্জি সুখে করিবে ভ্রমণ,
কৃতার্থ হইবে আত্মা সফল জীবন।”

যক্ষঃরক্ষঃ নরত্রাস যক্ষঃকুলপতি
সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৈল আখণ্ডলে,
“ বৃথা কেন সুরপতে, নিন্দ সুরদলে,
কে না জানে সুর ভাগ্যে ঘটেছে দুর্গতি !

বিষন্ন বাসব তুমি, মৌন কি কারণে,
অকারণে কেন বল নিন্দিছ অনলে,
বিপক্ষ বিনাশি স্বর্গ উদ্ধারিতে বলে
কার না বাসনা ইন্দ্র হয় বল মনে।

শক্তিহীন সুরবৃন্দ দানবের রণে,
নতুবা দলিত হয়ে শত্রু পদতলে,
এখন ও নিশ্চিন্ত কিসে রয়েছে সকলে,
কোন দিনে দৈত্যাধমে নাশিত জীবনে।”

বিষম বাক্যের স্রোত বহিতে লাগিল,
প্রলয়ের ঝড় যেন উঠি আচম্বিতে
ডুবায়ে সলিলে বিশ্ব উদ্যত নাশিতে,
ব্রহ্মাণ্ড করিতে লয় স্বমূর্ত্তি ধরিল।

ভীষণ নিনাদে গিরি কম্পিত হইল ;
ভয়াকুল পক্ষীকুল, বিরত কূজনে,
শ্বাপদ সভয় মনে পলায় সঘনে,
উন্মীলি নয়ন যোগী ইঙ্গিতে চাহিল।

আত্ম দ্বন্দ্বে লিপ্ত দেখি দানবারিগণে,
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল প্রচেতঃ ;
বৃথা কেন আত্ম দ্বন্দ্বে হও সবে রত,
অশিব নিদান কার্য্যে রত কি কারণে ?

"হে অনল, হে অনিল, ক্ষান্ত হও রণে,
অমরের কীর্ত্তি, মান বিদিত সংসারে
এ হেন কুৎসিত কার্য্য সাজে কি তাহারে!
অস্তমিত যশঃ রবি হলো এতক্ষণে!

স্বাধীনতা মহারত্নে জনমের তরে
অতল জলধি গর্ভে করি বিসর্জ্জন,
দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ করেছ চরণ,
তবু কি সে তৃপ্ত নহে বাসনা অন্তরে ?

ভীমাকৃতি দৈত্যদল নির্ভয়ে অদূরে,
শত্রুরন্ধ্র অন্বেষিয়া ভ্রমে অবিরত,
পাইলে বারতা তারা হয়ে প্রফুল্লিত,
আক্রমিবে সুর বৃন্দে আসি মর্ত্তপুরে।

ধিক্! ধিক্! শতধিক! দেবের জীবনে,
যশঃ ক্ষয়, বীর্য্য নাশ, আত্মীয় সংহার,
অরাতি উৎসাহ বৃদ্ধি যে কার্য্যে সঞ্চার,
কেন সে জঘন্য কার্য্যে রত সুরগণে।

দলিত করিয়া বপু রিপু পদতলে,
পবিত্র দেবের তনু কলুষ সাগরে,
ডুবাতে বাসনা হায়! করেছ অন্তরে
ধিক্‌রে! অমর নামে, ধিক্ বাহুবলে!

এখন ও কি নিদ্রাভরে দেখিছ স্বপন,
দৈত্যের করাল ছায়া হৃদয়ে অঙ্কিত,
না জানি সে কতদিনে হইবে জাগ্রত
দৈত্য পদাশ্রিত দেব বুঝিবে তখন।

বেষ্টিত অমর চমূ অরাতি সাগরে,
কৌশল তরঙ্গচয় নিয়ত উত্থিত,
ঐক্যতরী ভাসে তায় সাহস সজ্জিত,
কর্ণধার যুক্তি বিনা কে লইবে পারে।

আত্মপর জ্ঞানশূন্য আত্মীয় মণ্ডলে,
কে আছে তাহার সম মূর্খ চরাচরে,
পশুর (ও) জাতীয়প্রেম বিরাজে অন্তরে,
তা হতেও হেয় কিসে দেবতা সকলে ;

তারক সংহার কাব্য।

মানিনী যুবতী যথা বসি একাসনে
পতিসহ, বাক্যালাপে বিরত অন্তরে,
লজ্জিত দেবতাবৃন্দ, অভিমান ভরে
নিরুত্তর, বাক্যহীন বরুণ বচনে ॥

দণ্ডহস্তে দণ্ডধর নির্ভয় অন্তরে
(হায় রে মরি ভয়ঙ্কর যে দণ্ডের বলে
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ত্রাসিত সকলে)
সম্বোধি বারিধে তবে কহে উচ্চৈস্বরে।

"যা কহিলে সত্য ওহে জলদলপতি ;
কীর্ত্তিলোপ, ধর্ম্মক্ষয় যে কার্য্যে ঘটন,
কেন সে ঘৃণিত কার্য্যে রত সুরগণ,
না জানি অমর ভাগ্যে আছে কি দুর্গতি

অকারণে আত্মদ্বন্দ্বে রত পরস্পর,
সম্মুখে প্রবল শত্রু বিরাজিত হায়,
কেমনে জিনিবে রণে না ভাবি উপায়,
কেবল জঘন্য কার্য্যে রত নিরন্তর !

পুরন্দর, শচীকান্ত, দেব কুলপতি,
বৃথা কেন চিন্ত মনে, ভাব অকারণ,
নিয়তি নিয়ম বাধ্য ব্রহ্মাণ্ড ভুবন,
কে পারে রোধিতে ভবে প্রাক্তনেরগতি

ভ্রাম্যমান্ জগতের সকলি অস্থির,
কালচক্রে নিয়তই হতেছে পেষিত,
রথচক্র সম প্রায় হইয়া ঘূর্ণিত,
সাম্যভাব চিরদিন কোথা প্রকৃতির।

কে কোথা হেরেছে ভবে চিরসুখীজন,
ঐশ্বর্য্য, বিভব, পদ, গৌরব, সম্পদ,
অনিত্য সকলই ভবে, নহে চির পদ,
অলঙ্ঘ্য ধাতার লিপি না হয় খণ্ডন।

যতদিন দৈত্যভাগ্য সুপ্রসন্ন রবে,
না পারিবে কেহ তারে জিনিতে সমরে,
কেবল কলঙ্ক সার হইবে অমরে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গরাজ্য ভুঞ্জিবে দানবে।

দাসত্ব-পাদুকা শিরে করিয়া বহন
ছদ্ম বেশে কতদিন ভ্রমিব এ ভবে,
কত কালে দৈত্য-ভাগ্য বিলুপ্ত বা হবে,
চল সবে জানি গিয়া ধাতার সদন।"

সুমধুরবাক্যে ইন্দ্রে করিয়া সান্ত্বনা,
কহিল কৃতান্ত দেব বিষণ্ণহৃদয়,
"যত দিন দৈত্যভাগ্য না হবে নির্ণয়,
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে অনন্ত যাতনা।"

চিন্তাকুল আখণ্ডল বসিল সভয়ে,
বিষম ভাবনাগ্রাস্ত হইয়া বাহিত
সংক্ষুব্ধ সাগর প্রায় আন্দোলিত চিত,
জানিতে ভবিষ্য-বার্ত্তা কামনা হৃদয়ে।

গোমুখীর মুখ যথা স্বস্বনে বাহিত,
বিশাল পর্ব্বত বক্ষঃ বিদারিয়া বলে,
ঝরে পূতঃ বারিধারা অবিরল ধারে,
গজ শুণ্ডাকার সম ধরায় পতিত।

নির্ম্মল নির্ঝর নীরে প্রফুল্ল অন্তরে
অভিষেক হেতু সবে নামে কুতূহলে,
পবিত্র দেবের তনু স্পর্শি গঙ্গাজলে,
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা শৈলেশ শিখরে।

দৈত্যের নিধন বাঞ্ছা চিন্তিয়া অন্তরে,
সঙ্কল্প করিয়া চিত সে ব্রত পালনে
উঠিল বিমান পথে বিমানারোহণে,
ধাইল বিষাদে সবে ভেদিয়া অম্বরে।

দ্বিতীয় স্বর্গ।

নৈমিষ কাননে সুরবালা সনে
ভ্রমে পুলোম-নন্দিনী।
সঙ্গে সহচরী চপলা সুন্দরী
রতি মদনমোহিনী।
রূপে নিরুপমা কি আছে উপমা
দিতে সে তুলনা ভবে।
স্বর্গীয় সুষমা ও মুখ চন্দ্রমা,
কেমনে বর্ণিব তবে।
কষিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ
চারু ইন্দু নিভানন।
রূপের প্রভায় ঝলসিছে কায়
উজল করেছে বন।
মাধুরী সম্ভার তনুরুচি সার
কোমল কমল প্রায়।
অলক্ত রঞ্জিত চরণ শোভিত
ভ্রমর গুঞ্জরে তায়।
চাতুরী ছলনা অবলা ললনা
না জানে কাহারে বলে।
সারল্যের খনি স্নেহস্পর্শমণি
বিরাজে মানস তলে।
সে পবিত্র ভাবে শিখাতে মানবে
উদয় ধরণী তলে।

হেরিলে ও মুখ শোক তাপ দুঃখ
দূরে যায় সব চলে।
চুচুক চুম্বিত আপৃষ্ঠ লম্বিত
অলকা শোভিত কায়।
বিমুক্ত কুন্তল, গিয়াছে সকল,
নাহি সে মাধুরী হায়।
ত্রিদিব ঈশ্বরী স্বর্গ পরিহরি
বিরাজে অবনী মাঝ।
যেন রাখা শশী পড়িয়াছে খসি,
লুণ্ঠিত ভূতলে আজ।
দুঃখ নব ঘনে ঢেকেছে বদনে
নাহি সে সুষমা আর।
পূর্ণ শশধরে না জানি কি করে
হইল কলঙ্ক সার।
কি জানি কি দুঃখে পড়িয়াছে মুখে
বিষাদ কালিমা রেখা।
দহে দুঃখানলে, না জানি কপালে
আরও বা কি আছে লেখা।
বিকচ নলিন নিন্দিত নয়ন,
বারিধারা ঝরে তায়।
তুষার আসার হইয়া সঞ্চার
ভিজেছে নলিন কায়।
ভিতি অশ্রুনীরে সম্ভাষি রতিরে
কহিল মধুরস্বরে।

যে দুঃখ অন্তরে কহিব কি করে,
আছিলো মরমে মরে।
পরের বেদন পরে কি কখন
পারে কি বুঝিতে মনে।
প্রসুতী বিহনে প্রসব বেদনে
জানে কি অন্য জনে।
স্বামী রাজ্যহত, পুত্র মূর্চ্ছাগত,
ঘটিয়াছে কভু যায়।
জানে সেই জন, সে দুঃখ কেমন
নারীর অন্তরে হায়।
না জানি কি বিধি নিদারুণ বিধি
লিখেছেন মম ভালে।
এ দুঃখ রজনী প্রভাত সজনি,
হবে কি গো কোন কালে।
মীনকেতু-জায়া কাতর হৃদয়া
কহিছে শচীরে ধীরে।
পুলোম-নন্দিনি, কেন বিষাদিনী,
ভাসিছ নয়ন নীরে।
এ দুঃখ রজনী অচিরে সজনি,
হইবে প্রভাত তব।
পুনঃ সুখ রবি হৃদয়ে প্রকাশি,
নাশিবে দুঃখ সব।
আহা দেবেন্দ্রানি, তুমি স্বর্গরাণী,
আমরা কিঙ্করী সবে।

তারক সংহার কাব্য।

পূজিতে চরণে বড় সাধ মনে,
কবে সে পূরণ হবে।
হেরে অশ্রুধারে ইচ্ছি মরিবারে,
না চাহি অমরপুরে।
সম্বর রোদন, এ মনোবেদন
অচিরে যাইবে দূরে।
সাজায়ে যতনে চারু আভরণে
হেরিব মানস ভরি।
ও চারু গঠনে ভূষণ বিহনে
সাজে কি কথন মরি।
কেন এলো কেশে এ মলিন বেশে
রয়েছ সজনি বল।
বিনাইয়া বেণী বাঁধি দেবেন্দ্রানি
দিব ও চারু কুন্তল।
বাসব রমণী শচী সুবদনী
কহিল, রতিরে তবে।
যেন তন্ত্রী তার করিয়া ঝঙ্কার
বাজিল মধুর রবে।
কহে ইন্দ্র জায়া, শুন কাম জায়া,
যে দুঃখে অন্তর জ্বলে।
স্মরিলে সে কথা মনে পাই ব্যথা,
মরি জ্বলি মনানলে।
কেন দেবেন্দ্রানী, বলি কাম রাণি,
সম্ভাষ শচীরে আর।

এবে দৈত্য রাণী, হলো স্বর্গ রাণী,
ইন্দ্রাণী কি তুল তার।
সিংহের মহিষী শৃগালের দাসী
হইল কপাল গুণে।
শচীর ললাটে আরও বা কি ঘটে,
কি আছে বিধির মনে।
কবরী বন্ধন কি সুখে এখন,
করিব সজনি বল্।
বসন ভূষণে সাজিয়া যতনে
বল কি হইবে ফল্।
গিয়াছে সে কাল, শচীর কপাল
ভেঙেছে সজনি এবে।
শচী ভিখারিণী, জনম দুঃখিনী,
কি হবে তাহারে সেবে।
রতি গলা ধরে কাঁদে মৃদু স্বরে,
বসনে বদন ঢাকি।
মুছায়ে অঞ্চলে, নয়নের জলে
ভাষে রতি তিতি আঁখি।
কেন সুলোচনে, চারু চন্দ্রাননে,
ঢেকেছ বসনে মরি।
স্মরিলে ও কথা পাও যদি ব্যথা,
কি কাজ তবে সে স্মরি।
দৈত্য দুরাচার স্বর্গ অধিকার
করিয়াছে সখি, বলে।

সে গর্ব্ব তাহার তূর্ণ চূর্ণাকার
হইবে কর্ম্মের ফলে।
হরি পরধন কেহ কি কখন
সুখী এ ধরণী মাঝে।
দস্যু দৈত্যপতি এ কুৎসিত বৃত্তি
তেঁই সে তাহারে সাজে।
গতি তব যথা আশুগতি তথা
পাঠাও সখি চপলায়।
পাইলে বারতা যাবে সব ব্যথা,
দহিতে হবে না হায়।
পতি তব বীর, কেন গো অধীর,
একি গো নিরখি সখি।
দৈত্যকুল নাশি আশু তিনি আসি
উদ্ধারিবে তোমা সখি।
পুনঃ সে মিলিবে, এ জ্বালা ঘুচিবে,
হাসিবে মধুর হাসি।
হেরে সে মিলন জুড়াব জীবন,
সুখের সাগরে ভাসি।
শুনি রতিবাণী, কহিল ইন্দ্রানী
রতি লো কি কহিব আর।
যা ছিল সম্বল, গিয়াছে সকল,
কি দিয়া শুধিব ধার।
মদন মোহিনি, হওলো সুখিনী,
আশীষি তোমায় বালা।

পিয়িলে ও সুধা দূরে যায় ক্ষুধা
ভুলি সে অমনি জ্বালা।
যাওলো চপলে দ্রুত রণ স্থলে,
বলো সে নাথেরে মম।
শচী অভাগিনী, এবে সে দুঃখিনী,
কে আছে তাহার সম।
কত দিন পরে অমর নগরে
প্রবেশি জুড়াব প্রাণ।
হইয়া বন্দিনী মর্ত্ত্য নিবাসিনী
সব কত অপমান্।
শচী আদেশিল, চপলা চলিল,
দ্রুতগতি রণস্থলে।
কি আছে তুলনা, গতির উপমা
ধাইল বিমান তলে।
পুনঃ সে রতিরে সম্ভাষিয়া ধীরে
কহিল পুলোম-বালা।
পুনঃ কি অমরে হেরে স্বর্গপুরে
জুড়াব হৃদয় জ্বালা।
বসি পতি পাশে সুমধুর ভাষে
তুষিব সাদরে তাঁরে।
গাঁথি প্রেম হার দিয়া উপহার
বাঁধিব হৃদয়াগারে।
নন্দন কাননে সুরবালা সনে
কভু কি ভ্রমিব আর।

পারিজাত তলে বসি কুতূহলে
নামাব হৃদয় ভার।
সরোবর মাঝে নলিনী বিরাজে,
তুলিয়া পরিব কেশে।
বেণী বিনাইয়া কুন্তল বাঁধিয়া
সাজিব মোহন বেশে।
বিদ্যাধরী দলে মিলিয়া সকলে
নাচিবে গাহিবে সবে।
অপ্সরা নর্ত্তন করিয়া দর্শন
জুড়াইব আঁখি কবে।
হাব ভাব হেরে সুখের সাগরে
ভাসিব নাথের সনে।
কভু কি শচীর নিরাশা তিমির
ঘুচিবেলো এ জীবনে।
ইন্দুনিভাননা রতি সুলোচনা
কহিল শচীরে পুনঃ।
রোদন সম্বর, দুঃখ পরিহর,
নিভিবেলো মনাগুণ।
আহা মহেন্দ্রানি, অমঙ্গল বাণী
কভু কি হৃদয়ে সয়।
পতি অকল্যাণ করিতে বিধান
নারীর উচিত নয়।
দুঃখ পরিহরি হৃদে ভাব হরি,
পূরিবে বাসনা তব।

অনন্ত যাতনা ভুঞ্জিতে হবে না
ঘুচিবে বিষাদ সব।
অগতির গতি বৈকুণ্ঠের পতি
অবলা হৃদয় বল্।
বিনা রমাপতি সতীর দুর্গতি
কে নাশিবে বল।
বসি রতি পাশে সুমধুর ভাসে
ভাষিছে পুলোম-বালা।
দ্রুতগতি আসি শচীরে সম্ভাষি
কহিল সখি চপলা।
পালিতে আদেশে উঠি নভঃদেশে
চলিনু সত্বর পদে।
আরোহি বিমানে প্রথম সোপানে
পড়িনু ঘোর বিপদে।
স্বর্গের দুয়ারে দানব বিহারে
হেরিনু সভয়ে হায়।
মত্ত মহোৎসবে, সে ভীষণ রবে
আতঙ্কে কম্পিত কায়।
সভয়ে নিরখি ফিরাইনু আঁখি
দুষ্ট দানবের দলে।
না হেরে অমরে বিষণ্ণ অন্তরে
পুনঃ সে ফিরিনু চলে।
আসিতে আসিতে স্বর্গ মধ্য পথে
হেরিলাম বৈশ্বানরে।

জানায়ে কুশল, পুনঃ সে অনল
জিজ্ঞাসে কুশল মোরে।
বিধাতৃ সদন করিছে গমন
দৈত্যের বিনাশ আশে।
চপলার বাণী শুনিয়া ইন্দ্রানী
কহিল রতির পাশে।
কহিল ইন্দ্রানী মন্মথ মোহিনি
শুনিলে সকলি মরি।
হলো না এখন দৈত্যের নিধন,
কি সুখে জীবন ধরি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি পড়িল আছাড়ি
লুণ্ঠিয়া ধরণী তলে।
যেন পূর্ণ শশী পড়িল রে খসি,
ত্যজিয়া গগণ তলে।
ব্রততী যেমতি পড়িল তেমতি
ধুলায় ধূসর কায়।
শচী শুশ্রূষায় নিযুক্ত সেবায়
হায় রতি চপলায়।

তৃতীয় স্বর্গ।

নমি আমি পদাম্বুজে কেশববাসনা,
উর মা, হৃদয়াসনে শ্বেতপদ্মাসনা,
প্রীতিপুষ্প ভক্তিধনে, পূজিতে মা ও চরণে,
উদিত অন্তরে মম হয়েছে বাসনা,
অভয়ে, অভয় দানে হ'ওনা কৃপণা।

আদিত্য সভার মাঝে নব রত্নগণ
আদিত্য সদৃশ সবে উজলি ভুবন,
নব নব রসাশ্রিত, রচিয়া কবিতামৃত,
উল্লাসে করিত তব সুযশ কীর্ত্তন,
পূজিত আনন্দে মাগো! ও রাঙা চরণ।

তেমতি বাসনা মম হইয়াছে মনে,
অর্চ্চিব বিমলে, তব বিমল চরণে।
কবিতা কুসুম স্তরে, মনসাধে ভক্তি ভরে,
সাজাব চরণ তব সাদরে যতনে,
কবির মানসলোভা কল্পনার ধনে।

মাইকেল, হেমচন্দ্র বঙ্গকবিগণ
বঙ্গীয় সাহিত্যাগারে অমূল্য রতন।
ভারত ভারতখ্যাত, গুপ্ত, দত্ত সুবিখ্যাত,
যশের প্রভায় সবে উজলে ভুবন,
লেখনী-লিখিতে রত নমি সে চরণ।

সুমেরু শিখর পারে ত্রিদিব আলয়,
যোগীন্দ্র বাসনা স্বর্গ বিরাজে যথায়।
মন্দাকিনী কলস্বিনী, মৃদুনাদে নিনাদিনী,
সুধার সুধারা যেন বরষে ধরায়,
উদ্ধারিবে নরলোকে মনে অভিপ্রায়।

নন্দন কাননে যথা কল্পতরুচয়,
মোক্ষ ফল দানে তোষে যাচক হৃদয়।
আস্বাদি অমৃত ফলে, ব্রহ্মলোকে যায় চলে,
জীবন্মুক্ত হয় নর পরশনে লয়,
লভিতে জনম ভবে পুনঃ নাহি হয়।

সুলোচনা বিম্বাধরা বিদ্যাধরীগণে,
রমিত করিয়া কায় সুচারু ভূষণে,
কটাক্ষ কুসুমবান, হানিয়া দর্শক প্রাণ,
ভুলাতে চেষ্টিত সদা বঙ্কিক কুক্ষণে,
খঞ্জন গঞ্জিত মরি আয়ত লোচনে।

কামদুঘা দুগ্ধধারা নিয়ত ক্ষরিত,
তাপিত তৃষিত তৃষা করি নিবারিত,
পীযূষ পূরিত পয়ঃ, পীয়ে সুখে ভক্ত চয়,
বিধৌত কলুষরাশি প্রেমে পুলকিত,
অপার শান্তির ক্রোড়ে অনন্ত শায়িত।

মানস বিহঙ্গ মম কুলায় ত্যজিয়া,
উড়িল কল্পনা পথে পক্ষ প্রসারিয়া।
মুনির মানস লোভা, মরি কি অতুল শোভ
অনন্ত সুষমাপূর্ণ মাধুরী স্বর্গীয়া,
সফল হইবে আত্মা নয়নে হেরিয়া।

দেব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্ত চিত্রিত,
শোভিছে অমরাবতী অপূর্ব্ব শোভায়।
চমৎকার চারু কারু কার্য্য সমন্বিত,
শিল্পীর অদ্ভুত শিল্প প্রকাশ তাহায়।

মণিমুক্তা, মরকত, হীরক খচিত,
কাঞ্চন মণ্ডিত গৃহ করি আলোকিত,
অয়স্কান্ত সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত মণি,
শোভিছে উদয়াচলে যথা দিন মণি।

অত্যুচ্চ প্রাসাদ চূড়া করিয়া ধারণ
স্ফটিকের স্তম্ভরাজি চৌদিকে শোভিত।
বিস্তারি সহস্রফণা অনন্ত যেমন,
সাদরে ধরেছে শিরে ধরা সুশোভিত।

সুগন্ধী কুসুম মাল্যে হইয়া জড়িত,
দুলিছে দোলকবৎ ঝাড় অগণন,
শ্বেত পীত লাল নীল নয়ন রঞ্জন,
বিবিধ বরণে মরি হইয়া রঞ্জিত।

বিকশিত পারিজাত কিবা শোভা ধরে,
মধুর সৌরভে সভা করি আমোদিত,
তুষিতে দীনের চিত প্রফুল্ল অন্তরে
বিতরেন ধনী যথা ধন অগণিত ।

গুঞ্জনে বিরত অলি পরিমল লোভে,
নাপশে সুরভিপূর্ণ কুসুম আসবে,
শোকাকুল পীককুল মৌনী মনঃ ক্ষোভে,
না হেরে বাসবে সবে রয়েছে নীরবে ।

নবোদ্গত মুকুলিতচ্যুত পত্র সার;
আন্দোলিত স্তম্ভোপরে বায়ু সঞ্চালনে,
পূর্ণ বারি হৈম কুম্ভে সিন্দুর সঞ্চার,
প্রোথিত কদলি তরু বাহির তোরণে ।

জিনিয়া অমর রাজ্য নিজ ভুজবলে
মাঙ্গলিক কার্য্যে রত অনুক্ষণ সবে ।
গাইছে গায়কী নট নাচে কুতূহলে,
বহিছে আনন্দ স্রোত মত্ত মহোৎসবে ।

এহেন সভায় বসি দনুজ রাজন,
পাত্রমিত্র সভাসদ বেষ্টিত সকলে,
বেষ্টিত তারক জালে শশাঙ্ক যেমন,
উদিত রজনী যোগে নীল নভঃস্থলে ।

পরিহাস বাক্যালাপ কৌতুক তরঙ্গে
আন্দোলিত আলোড়িত দৈত্য সভাস্থলী,
তুষিতে দৈত্যেন্দ্র চিত্ত বাক্যের প্রসঙ্গে
উন্মত্ত দানব কুল করে হুলাহুলি।

শিষ্যের কল্যাণবাঞ্ছা চিন্তিয়া অন্তরে,
উপনীত দৈত্যগুরু দানব সভায়।
উচ্চারি মঙ্গল বাক্য মধুমাখা স্বরে,
অর্ঘ হস্তে তপোধন আশীষ তাহায়।

সসম্ভ্রমে দৈত্যরাজ ত্যজিয়া আসন,
প্রণমি অষ্টাঙ্গে পদে মহাভক্তি ভরে,
করপুটে নতশীরে রহি কতক্ষণ,
গুরুদত্ত অর্ঘ শীরে ধরিল সাদরে।

আশীষি তোমায় বৎস!—কহে তপোধন,
কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্, যশস্বী ভুবনে,
রণশ্রান্ত ক্লিষ্টতনু শ্রম বিমোচন
হইবে বিজয় লব্ধ প্রসাদ ভুঞ্জনে।
বহুশ্রমে যশতরু করেছ রোপণ,
আস্বাদি সুরস ফলে তৃপ্তি হবে মন।

যশরি! পরম যশ লভিলে ভূতলে,
উড়াইলে কীর্ত্তি ধ্বজা এ বিপুল কুলে;—

রাখিলে বংশের মান স্বীয় বীর্য্যবলে,
ফুটিল গৌরব পুষ্প দৈত্যতরু মূলে।
যশের সৌরভে তার জগৎ পূরিবে,
কে জানিত দৈত্য ভাগ্যে এ সুখ ঘটিবে।”

গুরুর কল্যাণ বাক্য করিয়া শ্রবণ
হৃষ্টচিত্তে দৈত্যরাজ কহিলেন তাঁরে।—
পাইলে ও পদধুলি, কেশব বাসবশূলী,
কিছার অমর গুরো! না ডরি কাহারে,
সম্পদে বিপদে মাত্র ভরসা চরণ।

ক্রীড়াস্থলী রণভূমি জ্ঞান হয় মনে;
নহে সে অন্তর ভীত সংগ্রাম মাঝারে,
অস্ত্র বৃষ্টি বরিষণে, ধূলি খেলা ভাবি মনে,
পুষ্পাঘাৎ জ্ঞান অঙ্গে অশনি প্রহারে,
তৃপ্ত নহে বাহু মম অমরের রণে।

নহে গুরো! গুরুভার জিনিতে অমরে।
বালক অমর পতি অমর নিকরে,
রবিচন্দ্রে হুতাশনে, আখণ্ডল প্রভঞ্জনে,
হেরিয়াছি বহু যুদ্ধে আসিতে শমনে,
বিমুখ তারক তবু নহে কভু রণে।

রণ শ্রান্ত ক্লিষ্ট তনু বিরাম সাধনে
সুখের পয়োধি মাঝে ভাস চিরতরে,
গুরুর কর্ত্তব্য যাহা, কেন না পালিব তাহা,
শিষ্যের কল্যাণবাঞ্ছা জাগিছে অন্তরে,
বিব্রত নিয়তচিত অশিব নাশনে।

চির শত্রু অসুরের অমর নিচয়,
কেনা জানে বল তাহা বিখ্যাত সংসারে।
চির অরি বিনাশিতে, কার না বাসনা চিতে
কে আছে কাপুরুষ হেন দৈত্যের মাঝারে
প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুপদে লইবে আশ্রয়।

দৈত্যকুল শশধর! চির সুখী হয়ে
অহরহঃ ভ্রম সুখে অমর ভবনে।
অরাতি সাগর মন্থি, পাইলে যে রত্নগ্রন্থি.
সাদরে ধরিয়া কণ্ঠে সে অমূল্য ধনে,
বিরাজ ত্রিদিব মাঝে দৈত্যগণ লয়ে।

বরষি অমিয় সুধা কল্যাণ বচন,
প্রয়ানিল দৈত্যগুরু প্রফুল্ল হৃদয়ে;
পুনঃ তায় আশীষিয়া, স্বস্তিবাক্য উচ্চারিয়া
চলিল সত্বর পদে আপন আলয়ে;—
চিন্তিত কল্যাণ সদা করিতে সাধন।

শুক্রেরে বিদায় দিয়া বিষণ্ণ অন্তরে,
ভাবিছেন দৈত্যপতি ব্যাকুলিত মনে।
মণিময় সিংহাসনে, বসিয়া সচির সনে,
বিরত কাতর চিত বাক্য আলাপনে;
সম্বোধি অমাত্যে পুনঃ কহিল কাতরে।

বল হে অমাত্য! শুনি কিসের কারণে,
কেন না আইল দূত ফিরিয়া সভায়!
শত্রু যুক্তি জানিবারে, গিয়াছে ধরণী পরে,
পারিল কি সুরগণ চিনিতে তাহায়?
ভীষণ-নিহত কি সে অমরের রণে?

গিয়াছে একাকী সঙ্গে নাহি সেনাপতি,
জানিতে নির্ভয়ে বীর অমর যুকতি।
কপটী দেবের দলে চিনিল কি মন্ত্র বলে,
করিল কি সবে মিলে ভীষণ দুর্গতি।

বলিতে বলিতে দূত সহসা উদিল।
ভীষণ ভীষণকায় দাঁড়ায়ে অন্তরে,
করযোড়ে সকাতরে, কহিল বিষাদ ভরে
অমরের বার্ত্তা যত দৈত্যেশ গোচরে।
নির্ভয় হৃদয়ে বীর কহিতে লাগিল;

পালিতে আদেশ তব পশি মর্ত্তপুরী
অবনীর মেরুদণ্ড হিমানী অচলে,
হেরিনু অমর দলে, ক্ষুব্ধ চিত্ত অখণ্ডলে,
বিমর্ষ সরিৎপতি, অনিল, অনলে
গণিছে হৃদয় তারা প্রমাদ লহরী।

আত্ম দ্বন্দ্বে রত সবে দেখি পরস্পরে
প্রবেশিনু ছদ্মবেশে সে সবার দলে।
দৈত্যের অদ্ভুত ছল, অমরের বুদ্ধিবল
পারে কি ভেদিতে তায় কভু সুকৌশলে;
কি সাধ্য দানব মায়া বুঝিবে অমরে?

সুরবৃন্দে সঙ্গে লয়ে অমর ঈশ্বর
করিল বিষম যুক্তি দানব নিধনে,
ত্রিদিব উদ্ধার আশে, গেল সবে ধাতা পাশে,
আশু সে পশিবে আসি অসুরের বনে,
তারক সংহার কার্য্য সাধিতে সত্বর।

এহেন বারতা শুনি দূতের বদনে
সহাস্যে দনুজপতি কহে উচ্চৈঃস্বরে,
নির্ল্লজ্জ অমরগণে, লজ্জা নাহি কারও মনে,
তেঁই সে বাসনা পুনঃ পশিতে সমরে,
নতুবা এখনও বাঞ্ছা দৈত্যের নিধনে।

নহে সে মাসার্দ্ধ গত জিনিয়া সমরে,
খেদাইনু সুরবৃন্দে পাতাল ভবনে।
বিষম সুতীক্ষ্ণ শরে, জর্জ্জরিত কলেবরে,
পলাইল প্রাণ ভয়ে পৃষ্ঠ দিয়া রণে,
তবু সে হলোনা ঘৃণা দেবের অন্তরে!

ধিক্! সে দেবতা কুলে নির্ল্লজ্জ জীবনে,
কেমনে দেখাবে মুখ পুনঃ দৈত্যগণে?
দানবের বীর্য্য যত, সকলেই আছে জ্ঞাত,
হেরেছে স্বচক্ষে সবে সমর প্রাঙ্গনে,
এখন (ও) ব্যথিত তনু শর প্রহরণে।

সম্বোধি দনুজ নাথে ভগ্ন কণ্ঠ স্বরে,
কহিল অমাত্য, (বুধশ্রেষ্ঠ ভবতলে)
দৈত্যনাথ! বৃথা কেন, সুখনীরে নিমগণ,
ভেবেছ কি সুরবৃন্দে পরাজয়ি রণে,
অনন্ত নিষ্কৃতি লাভ করেছ সমরে?

যতদিন স্বর্গপুরে রহিবে দানব,
পশিতে হইবে সবে অমরের রণে।
সপিয়া অরির করে, রাজ্যধন চিরতরে,
কে কোথা ত্যজেছে যুদ্ধ হয়ে পরাভব,
বিজয়ী শত্রুর পদে দলিয়া জীবনে।

অমর অমরকুল নাহি সে মরণ,
তেঁই সে সাহস ভরে দানবে আক্রমে,
অনন্ত সাগর সম, অগণ্য অমর চমূ,
বেষ্টিবে স্বরগ ভূমি বিপুল বিক্রমে,
না ছাড়িবে কভু রণ থাকিতে জীবন।

কহিল দনুজনাথ, রণাগ্নি নির্ব্বাণ,
হবেনা জানি সে ওহে, অমাত্য প্রধান,
যতদিন স্বর্গেরবে, দানবে ভুঞ্জিতে হবে
অমর সমর ক্লেশ অনন্ত যাতনা,
জানি আমি দৈত্য ভাগ্যে ঘটিবে লাঞ্ছনা।

যা আছে অদৃষ্টে তাহা নিশ্চয় ঘটিবে,
সুবিধি বিধির বিধি চিরদিন রবে,
ললাট লিখন যাহা, লঙ্ঘিবতে কে পারে তাহা,
বল কে জিনিবে তায় ভীষণ আহবে,
যতদিন দৈত্য ভাগ্য অক্ষুণ্ণ রহিবে।

কে কোথায় ভাবী দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে,
লব্ধ সুখ ত্যজি মজে শোকের আগারে
গৃহদগ্ধ হবে বলে, গৃহী কি সে গৃহ ফেলে,
পলায় স্বজন সঙ্গে বিজন কান্তারে,
ত্যজে কি কুরঙ্গী বন ডরি ব্যাধশরে ?

কহিল অমাত্য তবে, আদেশ সত্বরে,
সৈনাধ্যক্ষে সাজাইতে সেনা অগণন,
কি জানি আসিয়া কবে, দৈত্যপুরী আক্রমিবে,
আবরিবে শরজালে গগণ প্রাঙ্গন,
খেদাইবে বাহু বলে অসুর নিকরে।

সামান্য ভাবিয়া অরি উপেক্ষিতে রণে
বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে ঘৃণিতে অরাতি।
যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা, পালিলে অবশ্য তাহা,
ঘটিবে কুফল তাহে নীতি উল্লঙ্ঘনে,
জ্বলিবে বিষম বিধ প্রজ্জ্বলিত বাতি।

সম্বোধি অমাত্যে পুনঃ কহিল রাজন,
বৃথা চিন্তা মন্ত্রিবর! পরিহর মনে,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরে, পশে যদি স্বর্গপুরে,
পশিব নির্ভয়ে তবু অমরের রণে,
না হবে তারক তায় বিমুখ কখন?

যামিনীর অর্দ্ধযাম ক্রমশঃ বিগত,
মলিন শশাঙ্ক জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ এখন.
পরধনে ধনী শশী, সুধাময় সুধা রশ্মি,
বিতরি তেঁই সে প্রভা উজলি ভুবন.
ধীরে ধীরে অস্তাচলে পশিতে উদ্যত।

দেখিতে দেখিতে বিশ্ব তিমিরে গ্রাসিল,
তমোময় বাসে সতী আবরি বদনে,
বিস্তারি বিকট আস্য, হাসিয়া ভীষণ হাস্য
সাজিছে রূপসী নিশি মণ্ডিত দশনে,
নৃমুণ্ডমালিনী যেন সমরে সাজিল।

গৌরবে গলায় পরে তারার নলরী,
অহঙ্কারে কাফ্রীনারী শশাঙ্কে কটাক্ষ করি,
আলিঙ্গন আশে ধনী যায় ত্বরা করি,
ঘৃণা ভাবি মনে শশী যায় পরিহরি।
হেরে সে কুৎসিৎ কায়, ভাল নাহি বাসি তায়,
লুকালো আড়ালে শশী মনে ইচ্ছা করি।

সঙ্গে লয়ে নিদ্রা সখী স্বপ্ন সহচরী,
ফিরিছে রজনী সতী অমর আলয়ে।
কাতর নিদ্রার ভরে, পড়িছে ঢলিয়া সবে,
আলিঙ্গিতে সুখে তায় প্রফুল্ল হৃদয়ে,
ব্যস্ত-চিত্ত দৈত্যকুল ভুঞ্জিতে শর্ব্বরী।

আদেশিল দৈত্যরাজ ভাঙ্গিতে সভায়,
নিদ্রায় কাতর চিত দানবমণ্ডলী।
কোলাহল পূর্ণ করি ত্যজি সভাস্থলী
প্রণমি দৈত্যেন্দ্রে পদে হইল বিদায়।

প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে দৈত্য চূড়ামণি
দানব কুলের গর্ব্ব ভরসা আশ্রয়।
বিরাজে মহিষী যথা, আশুগতি গিয়া তথা,
হেরিয়া অপূর্ব্ব ভাব বিস্মিত হৃদয়,
ভাবিল প্রমাদ কিবা ঘটিল এখনি।

ঢেকেছে অঞ্চলে বামা সুন্দর আনন,
নাহি অঙ্গে অলঙ্কার, কবরী কঙ্কন হার,
রতন মুকুতা হীরা ফুল আভরণ,
মুক্ত-কেশে ধরাতলে ভাসিছে নয়ন জলে,
সৌগন্ধ-লেপিত দেহ ধূলায় লুণ্ঠন।

প্রফুল্ল-পঙ্কজে কীট করেছে আশ্রয়,
ঈর্ষা বিষরাহু আসি গ্রাসিছে হৃদয়।
মুখে মধুময় হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
বিষকুম্ভ পয়ঃমুখ নিষ্ঠুর নিদয়,
সাবাস রমণী যার কঠিন হৃদয়!
পাতিয়া চাতুরীফাঁদ, ভুলায় রমণী ব্যাধ,
লুব্ধ-মৃগ পড়ে তায় পুরুষ নিচয়।

নির্জ্জনে মিশায়ে বিধি সুধায় গরলে,
থুয়েছে কি দানবীর হৃদয় কমলে?
অমৃতে গরল মিশি, বামার অন্তরে পশি,
বিষম বিষের বহ্নি হৃদে যবে জ্বলে,

কি যে তাহা কি ভাব সে বর্ণিব কি বলে ?
কে বলে অবলা বামা, প্রবলা তাহার সমা,
কে আছে চঞ্চলা বল ভূবন মণ্ডলে ?

নারীচক্রে পিষ্টনর পড়ি পদতলে,
সংশয় জীবন তার স্পর্শি হলাহলে।
ভুলাতে পুরুষ মন, জানে সে রমণীগণ,
ক্রীড়ার পুতলী সম নাচাইতে কলে।
আকর্ষণী শক্তিবলে আকৃষ্ট পুরুষ দলে,
হৃদয় কুসুম কেন্দ্রে মিলিত সকলে,
আকৃষ্ট দানবপতি সে শক্তির বলে।

রাহুগ্রস্থ শশী সম ও বিধু বদন,
হেরিয়া দনুজপতি চিন্তায় মগন.
নাজানি কিসের তরে, কোন্ অভিমান ভরে,
সুবর্ণসন্নিভ দেহ ধূলায় লুণ্ঠন
অলঙ্কার শূন্যকায় কিসের কারণ ?
নেহারি বদন প্রতি, চিন্তিত দানব পতি,
প্রেয়সীর করে ধরি কহিল তখন।

এ আনন্দ দিনে নিরানন্দ মনে,
ত্যজি আভরণ বসন ভূষণে,
বল প্রিয়ে ! শুনি কিসের কারণে
ধূলায় লুণ্ঠিত ও বরাঙ্গকায়।

ছিলে দৈত্যরাণী, হলে স্বর্গরাণী,
তবু কি বাসনা তৃপ্ত নহে ধনি,
যা চাহ তোমারে দিব সে এখনি,
অদেয় কি আছে বলনা তোমায়।

কি বিষাদ ঘন উঠিয়া সঘনে,
আবৃত করেছে হৃদয় গগণে,
ঝরে বারিধারা কমল নয়নে,
আবক্ষ প্লাবিত করিয়া হৃদয়।

মানস সুরসে প্রফুল্ল নলিনী
না জানি কি দুঃখে হয়েছ দুঃখিনী
দুঃখ শশী তাপে হয়েছে তাপিনী
বল প্রিয়তমে! বল সে আমায়।

জ্বলন্ত অনলে, তনু সমর্পিতে
কা'র সে বাসনা হইয়াছে চিতে,
কালফণী করে মুটায়ে ধরিতে
নহে কি অন্তর শঙ্কিত তা'র?

স্নেহের প্রতিমা কোমল পরাণী
কে দহিল বল হানি কটুবাণী?
বাতুল সে জন মনে অনুমানি,
সাহস নতুবা হইবে কার।

পতিবাক্য শুনি দানব নন্দিনী,
আঁখি ছল ছল—হইয়া মানিনী,
কহিছে কাতরে হয়ে বিষাদিনী
কপটে তুষিতে পতির মন্।

কেন কান্ত, বল বক্ষে শেল হানি
তুষিছ দাসীরে বলে স্বর্গরাণী,
স্বর্গের ঈশ্বরী শচী মহেন্দ্রাণী,
সুরসা নহেত তাহার মতন।

নাহি সে সেবিতে কিঙ্করী যাহার,
সাজাইতে অঙ্গ দিয়া অলঙ্কার।
কিসের গৌরব বল না তাহার?
বৃথা কেন সে করে অভিমান?

আমা চেয়ে শ্রেষ্ঠ শতগুণে মানি,
ভাগ্যবতী বলে শচীরে বাখানি,
সেবিছে কিঙ্করী চরণ দুখানি,
সুরসা কিসে শচীর সমান্?

বৃথা সে অমরে সমরে জিনিল,
নাহি যদি সুখ কপালে ঘটিল।
রাজ্যলাভে তবে কি ফল ফলিল?
যাতনা কেবল হইল সার!

সুরসা বচন করিয়া শ্রবণ,
দৈত্যকুলমণি দনুজ নন্দন
ঘৃণিত অন্তরে কহিল তখন,
কি বলিলে প্রিয়ে, বল পুনর্ব্বার।

তোমা চেয়ে শচী শ্রেষ্ঠ কোন্‌গুণে,
কি সৌভাগ্য তার হেরিলে নয়নে?
হারাইয়া রাজ্য—নৈমিষ কাননে
সহিছে যাতনা বন্দিনী হ'য়ে।

বাসব রমণী পুলোম নন্দিনী
হইয়াছে এবে পথভিখারিণী,
তবু কিসে তারে দেখিলে সুখিনী,
কি বেদনা তব হইল হৃদয়ে?

সুরসে—সুরসে, কি কহিলে মোরে,
নাহি সে কিঙ্করী সেবিতে তোমারে,
শত দাস দাসী দৈত্যের আগারে,
নহে কি তারা দাসীযোগ্য তব?

কি সম্পদ শচীর হেরিয়া নয়নে,
আছ মনোদুঃখে বিষণ্ণ বদনে,
আশা পূর্ণ তব প্রার্থনা পূরণে,
ত্ব বিনা হুর নয়নে হেরিব।

নিঠুর বচন শুনিয়া শ্রবণে,
দৈত্যেশ রমণী রক্তিম নয়নে,
হেলায়ে অঙ্গুলি চাহি পতিপানে,
পরুষ বচনে কহিল বালা।

কভু যদি রতি সেবে এ চরণ,
যা'বে তবে জ্বালা, ঘুচিবে বেদনা।
নতুবা জীবনে ত্যজিয়া জীবন,
জুড়াইব নাথ, হৃদয়-জ্বালা।

অলক্ত রঞ্জিত করিতে চরণে
বিনাইয়া বেণী কুন্তল বন্ধনে,
কহিনু রতিরে বড় সাধ মনে,
ফুল আভরণে সাজাতে কায়।

শতদাসে ঘেরা আছে তব পুরী,
সুরসা সেবিতে সহস্র কিঙ্করী।
নাহি কিন্তু রতি চপলা সুন্দরী,
কি কাজ তবে থাকিয়া হেথায়?

সুরসা বচনে তুচ্ছ জ্ঞান করে,
এত গর্ব্ব! রতি অহঙ্কার ভরে
চলে গেল নাথ ভাসি কটূত্তরে!
এ দুঃখ আমার না যাবে ম'লে।

তব অনুরোধ ভাবি নাথ চিতে,
না পারিনু তায় শাস্তি প্রদানিতে।
কাম বঁধু বক্ষে চরণ হানিতে
না হতো সুরসা বিরত তা হ'লে।

কি কুহক জানে ইন্দ্রের কামিনী,
ভুলাইল ছলে মদনমোহিনী।
কতগুণ ধরে পুলোমনন্দিনী
নাহি কি সে গুণ সুরসা সদনে?

পরনারী সুখ নয়নে হেরিলে
যে অনল সদা নারী হৃদে জ্বলে,
জানিতে সে নাথ, রমণী হইলে,
পুরুষ তুমি জানিবে কেমনে?

দনুজ ঈশ্বর সাদর বচনে,
কহিল প্রিয়ার চুম্বিয়া বদনে,
আহা প্রিয়তমে! এই সে কারণে,
ভাসে আঁখি নীরে ও বিধুবদন।

পাইতে রতিরে এত সাধ মনে,
কিঙ্করী করিয়া রাখিতে ভবনে,
বলিতে যদি আগে তা ললনে!
কোন দিনে আশা হ'ত পূরণ।

নারী পরশনে তনু শিহরিল,
বিলাস বাসনা অন্তরে উদিল
ধরিতে তরুণী কর প্রসারিল,
পুলকে অঙ্গ কাঁপিল হৃদয়।

সাবাস্ মদন! সাবাস্ তোমারে!
না জানি কি গুণ আছে ফুলশরে,
পরশনে অঙ্গ অনঙ্গে শিহরে,
সহজে জীবে জ্ঞানের বিলয়।

হানি তীক্ষ্ণবাণ পতির অন্তরে,
ঈষৎ হাসিয়া দাঁড়ায়ে অন্তরে,
হেলায়ে নিতম্ব সম্বোধি সাদরে,
কহিল বামা কপট বচনে।

ত্যজি মর্ত্তপুরী ত্রিদিব পুরীতে
রতি কেশে ধরে পার সে আনিতে,
তবে সে দাসীরে পাইবে হেরিতে,
নতুবা ত্যজিব এ পাপ ভবনে।

এত স্পর্দ্ধা! রতি করে অহঙ্কার,
সে গরব তার ভাঙ্গিব এবার,
পূজে কি না পূজে চরণ আমার,
হেরিব গরব কোথায় রয়।

ভুলিয়া প্রেয়সী মোহিনী মায়ায়
ভাবিয়া আকুল না পায় উপায়,
ব্যাধজালে বদ্ধ মৃগপতি হায় !
পলাইতে চেষ্টা মুক্ত নাহি হয় !

না ভাবি উপায় আকুল অন্তরে
কহিছে প্রেয়সী করদ্বয় ধরে,
এনে দিব রতি কহিনু সত্বরে,
প্রতিজ্ঞা তব হইবে পূরণ ।

আলিঙ্গন আশে কর প্রসারিল,
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল,
সুখে দৈত্য পতি রজনী বঞ্চিল,
প্রেমের সাগরে হইয়া মগন ।

চতুর্থ স্বর্গ।

নির্ম্মল নির্ঝর নীরে স্নায়ি কুতূহলে,
ত্যজিয়া ধবলাকৃতি হিমানী অচল,
সঙ্গে লয়ে সুরবৃন্দে দেব আখণ্ডল
ধাইল অম্বর পথে মহা ঘোররোলে।

আদেশি জয়ন্ত সহ মরুৎ মণ্ডলে
পাঠাইল সুররাজ নৈমিষ কাননে,
শচীসহ রক্ষিবারে সুরবালা দলে,
আরোহি বিমানে দেব উঠিল গগণে।

কত শত গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে,
অভ্রভেদী দেব আত্মা ভীষণ দর্শন,
প্রান্তর, কানন, দেশ, নদ, অগণন,
অম্বরে ধাইছে সবে প্রফুল্ল অন্তরে।

ছায়াশূন্য দেবকায় শোভিত গগণে,
সবিস্ময়ে নরকুল চাহি উর্দ্ধপানে,
দেবের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ হেরিয়া নয়নে,
জ্যোতিষ্ক বলিয়া সবে মনে অনুমানে।

বিস্ময়ে দেবতা চাহে অবনী মণ্ডলে,
অধোমুখে এক দৃষ্টে রহি কতক্ষণ,
শীর্ণাকৃতি নারী এক করিল দর্শন;
ঐরবত অচল পায়ে বট বৃক্ষ তলে।

তারক সংহার কাব্য।

অদিতি কশ্যপ জায়া অমর জননী
দৈত্যের নিধন কল্প অভীষ্ট সাধনে
নিবিষ্ট নিযুক্ত চিত ইষ্ট আরাধনে,
তনয় মঙ্গল হেতু ভাবে সুবদনী।

অনাহার ক্লিষ্ট তনু জীর্ণ শীর্ণ কায়,
কঠোর মহৎ ব্রত পালিবার তরে,
অনন্ত যাতনা সতী সহিয়া অন্তরে,
করিছে শরীর পাৎ লক্ষ্য নাহি তায়।

পুনঃ সে অমর বৃন্দ নামিয়া ধরায়।
বটবৃক্ষ মূলে যথা ত্রিদিব জননী
করেন কঠোর তপ দিবস রজনী
ধীরে ধীরে উপনীত হইল তথায়।

প্রণমি জননী পদে মহা ভক্তিভরে,
(করুণ দেবের চিত সে ভাব দর্শনে,
গলিল অপার দুঃখ নিরখি নয়নে
দাঁড়াল সম্মুখে সবে কাতর অন্তরে।

হেরিয়া তনয়ে মরি! বহুদিন পরে,
ঝরিল স্নেহের বারি অদিতি নয়নে,
পুত্র ক্রোড়ে করি সতী চুম্বিয়া বদনে
জিজ্ঞাসে কুশল তায় মধুময় স্বরে।

কেন বৎস! রক্তধারা হেরি কলেবরে?
বল কে হানিয়া শর বিঁধিল হৃদয়,
দুরন্ত দানব কি গো এতই নির্দয়,
নাহি কি দয়ার লেশ দৈত্যের অন্তরে?

না জানি কতই তনু হয়েছে ব্যথিত,
কাজ নাই সংগ্রামে সে পশি পুনর্ব্বার।
দুরন্ত দৈত্যের রণে হইয়া পীড়িত,
না জানি কোমল অঙ্গে বাঁজে কত শর।

বহুদিন না হেরিয়া ও চাঁদবদন,
কত বা সহি যে জ্বালা কহিব কেমনে,
মায়ের অবোধ প্রাণে প্রবোধ না মানে,
হেরিতে তনয়মুখ চাহে অনুক্ষণ।

কোথা বৎস! বধূ মম শচী সুহাসিনী?
না হেরি জয়ন্তে কেন অমরের সনে।
কোথা তারা বল শুনি, মৌনী কি কারণে,
শচী কি দানবপুরে হ'য়েছে বন্দিনী?

মধুময় স্নেহবাক্য শুনিয়া শ্রবণে,
ভগ্নচিত্তে আখণ্ডল কহিল মায়েরে;—
কেন মা! বল সে লজ্জা দাও তনয়েরে?
কাপুরুষ পুত্র তব বিদিত ভুবনে।

নহে সে বন্দিনী শচী বিপক্ষ ভবনে,
অনন্ত যাতনা সদা সহিয়া হৃদয়ে,
সুরবালা সহ এবে অবনী নিলয়ে
ভ্রমিছে বিষণ্ণ মনে নৈমিষ কাননে।

দুরন্ত দানব দল ফিরিছে অদূরে,
রক্ষা হেতু নিয়োজিত জয়ন্ত তথায়;
তাই সে দেখিতে তারে না পাও হেথায়,
প্রহরী পবন সনে ফিরে মর্ত্তপুরে।

দীর্ঘশ্বাস ত্যজি মরি বিষম বিষাদে
কহিল অদিতী সতী সম্বোধি তনয়ে ;—
ভুজঙ্গবিবরে ভেক পশি মন সাধে,
প্রকাশে বিক্রম হায়! নির্ভয় হৃদয়ে।

আজন্ম করিনু তপঃ—পুণ্য আচরণ,
ফলিল কি তপঃ বৃক্ষে ফল এতক্ষণে,
চির শত্রু অসুরের অভীষ্ট পূরণে,
না জানি সদয় বিধি হলো কি কারণ।

আজন্ম হিংস্রক, খল, দুষ্ট দৈত্যগণে,
তেঁই সে অমরে তারা হিংসে অনুক্ষণ,
চির দুষ্ট দৈত্যে বিধি তুষ্ট কি কারণ,
কি দোষে অমর দোষী তাঁহার চরণে।

না হ'তে অদিতী বাক্য শেষ শচীশ্বর
নমিয়া পদারবিন্দে বিষণ্ণ বদনে,
ব্যস্ত চিত্ত হইয়া সে বিদায় গ্রহণে
কহিল কাতর স্বরে জননী গোচর।

কেন মা, কাতরচিত-মলিন বদনে?
অচিরে ঘুচিবে তব এ মনোবেদন,
নিদাঘ সন্তপ্ত ধরা তাপ বিমোচন
হইবে শীতল পুনঃ আশু বরিষণে।

দেহ মা, বিদায় দাসে, প্রণমি চরণে,
কত দিনে দৈত্যকুল নির্ম্মূল হইবে,
অমরের সুখ রবি কবে সে উদিবে,
জানিতে গমনবাঞ্ছা ধাতার সদনে।

আশীষি তনয়ে সতী কল্যাণ বচনে,
চুম্বিয়া বদন স্নেহে বিষণ্ণ অন্তরে
কহিল কহিতে ইন্দ্রে বিধির গোচরে,
জানাইতে দুঃখ তায় নির্জ্জনে গোপনে।

প্রণমি জননী পদে পুনঃ ভক্তিভরে,
ধাইল সত্বরে সবে নীল নভঃস্থলে,
আশ্চর্য্য নিসর্গ-ক্রীড়া অন্তরীক্ষ তলে
হেরিয়া বিস্মিত যত অমর নিকরে।

তারক সংহার কাব্য।

দীপ্যমান্ কত শত উল্কা অগণন,
প্রকাশি অদ্ভুত দ্যুতি ভ্রমিছে গগণে
দীর্ঘাকৃতি ধূমকেতু প্রচণ্ড গমনে,
প্রদক্ষিণ করি রবি করিছে ভ্রমণ॥

বুধ, শুক্র, শনি আদি নব গ্রহগণ
আকৃষ্ট রবির বলে হইয়া সবলে,
ঘূর্ণিত নিয়ত সবে আকাশ মণ্ডলে,
কক্ষ পথে গ্রহরাজে করি আবর্ত্তন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যে করিয়া বেষ্ঠন,
আরম্ভিয়া গতি ক্রমে পুনঃ সেই স্থলে
উপনীত গ্রহকুল স্বীয় শক্তিবলে,
আশ্চর্য্য প্রকৃতিলীলা কে করে বর্ণন।

বিংশতি অধিক এক উপগ্রহগণ
রবিদত্ত প্রভাবলে দীপ্ত প্রভান্বিত,
আকর্ষণ শক্তিবলে হইয়া ঘূর্ণিত,
ভ্রাম্যমান্ গ্রহদলে করিয়া বেষ্ঠন।

সঙ্গে ল'য়ে গ্রহদলে গ্রহ দলপতি,
তরুণ অরুণ রথে করি আরোহণ,
নিয়ত অম্বর পথে করিয়া ভ্রমণ,
ধাইছে বিশাল অন্য গ্রহরাজ প্রতি॥

চতুর্থ স্বর্গ।

কৃত্তিকা, রোহিণী আদি নক্ষত্র নিচয়
জনলোক, তপোলোক, সপ্তর্ষি মণ্ডল,
একে একে অতিক্রম করিয়া সকল,
উঠিল শনৈঃ দেব নির্ভয় হৃদয়।

হরিতালী মধ্য রেখা লঙ্ঘি কুতূহলে,
ত্রিংশৎযোজন কোটী ঊর্দ্ধ অবস্থিত,
ধ্রুব তারা দেখি দেব হরষিত চিত,
চলিছে বিমানে সবে অন্তরীক্ষ তলে।

অস্ফুট বেদের ধ্বনি পশিয়া শ্রবণে,
সহসা দেবের চিত মোহিত করিল,
পবিত্র অমর তনু পুলকে পূরিল,
ভক্তি বারি বিগলিত দেবের নয়নে।

অঙ্গিরা, সনক আদি প্রাচ্য ঋষিগণ
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া প্রসন্ন বদনে,
মধুময় বেদবাক্য উচ্চারি সঘনে
উল্লাসে করিছে সবে হরি সংকীর্ত্তন।

হরিনাম সুধাপানে হইয়া সবল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়ী সবে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
নির্জ্জনে বসিয়া গাঁথা গাইছে নির্ভয়ে,
ভাসিছে প্রেমের নীরে হইয়া বিহ্বল।

তারক সংহার কাব্য।

অনন্ত ভক্তির স্রোত মৃদু প্রবাহিত,
শান্তির সাগরে গিয়া মিলে অবিরত,
প্রেমের লহরী তায় উঠিয়া নিয়ত
ভক্তের হৃদয় বেলা করিছে প্লাবিত।

হিংসা, দ্বেষ, কাম. ক্রোধ বৃত্তি বিবর্জ্জিত,
নিষ্কাম তাপসবৃন্দ প্রসন্ন অন্তরে
বিরাজে নিমগ্ন সবে প্রেমের সাগরে,
অপার শান্তির ক্রোড়ে অনন্ত শায়িত।

জরা, মৃত্যু ব্যাধি নাহি করে পরশন,
পাপ পূণ্য লেশ মাত্র নাহি সে তথায়,
সুখ দুঃখাতীত জীব তাপমুক্ত কায়,
চিদানন্দময় সুখে আনন্দে মগন।

কোটী শশী রবি তারা গ্রহ অগণন
অবিরাম গতি সবে উদিয়া নিয়ত,
প্রকাশি অদ্ভুত কিবা দ্যুতি অবিরত,
ভ্রমিছে উজলি মরি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।

নাহি সে উদয় অস্ত গতির বারণ
বৎসর, অয়ন, ঋতু, পক্ষ নিরূপণ,
দিবা রাত্রি ভেদ তথা নাহিসে কখন,
সাম্যভাব প্রকৃতির চির দরশন।

প্রকৃতির গুণগর্ভে হইয়া বিলীন
অকালে ব্রহ্মাণ্ড কত হইতেছে লয়,
সত্ত্বনাশ রজঃ হ্রাস জানিয়া নিশ্চয়,
ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তে বিধি করিছে সৃজন।

কত বা হইছে লয় সৃজন গঠন,
অপার বিচিত্র শক্তি কল্পনার বলে,
গড়িছে ভাঙ্গিছে কত আশ্চর্য্য কৌশলে
অদ্ভুত বিধির লীলা কে করে বর্ণন।

উপনীত সুরবৃন্দ হইয়া তথায়,
প্রণমিয়া ভক্তিভরে ঋষির চরণে,
জিজ্ঞাসে কুশল তায় মধুর বচনে,
প্রত্যুত্তরে দেব চিত্ত তুষিলেন হায়!

বহুদিন দেখি নাই অমরাভবন,
না জানি কেমন আছ অমর নিকরে,
ঘটিল কি অমঙ্গল পুনঃ স্বর্গপুরে,
কি হেতু বল সে ইন্দ্র! হেথা আগমন।

সংক্ষেপে কহিল ইন্দ্র আত্ম বিবরণ,
পাষণ্ড দানব জিনি অমর মণ্ডলে
অধিকার করি স্বর্গ লইয়াছে বলে,
তেঁই সে ধাতার ঠাঁই হলো আগমন

অধর্ম্মী, হিংসুক, খল, দুষ্ট দৈত্যগণ
কপটী কুটিল সবে নিদয় হৃদয়,
প্রতিক্ষণে প্রতিহিংসা অন্তরে উদয়
তেঁই সে অমরে তারা হিংসে অনুক্ষণ

এতই সদয় বিধি যদি সে দানবে,
অমরে বিরক্ত যদি দিতে রাজ্যধনে,
কেন সে দেবতাদলে কিসের কারণে,
অমর করিয়া সৃষ্টি করিলেন ভবে।

বিষাদে তাপসবর্গ নিষ্কাম হৃদয়,
অর্পিল বাসবে বর জিনিয়া দানবে,
উদ্ধারিবে স্বর্গভূমি ভীষণ আরাবে,
মেঘ-মুক্ত রবি পুনঃ হইবে উদয়।

আশ্বস্ত ঋষির বাক্যে দেব পুরন্দর,
নিষ্প্রভ শশাঙ্ক সম মলিন বদনে
প্রবেশি অপূর্ব্ব পুরী ধাতার ভবনে
দাঁড়াইল করযোড়ে বিধির গোচরে।

মণিময় সুচিত্রিত মরাল আসনে,
নির্জ্জনে বসিয়া বিধি সানন্দ অন্তরে,
নিবুক্ত নিমগ্ন চিত চিন্তার সাগরে,
ব্যস্তচিত্ত সদা জীব অদৃষ্ট লিখনে।

কভু বা নিমগ্ন চিত ধ্যানের সাগরে,
কভু বা হাস্যের ছটা প্রকাশ বদনে,
সম্পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি প্রফুল্ল অন্তরে,
চিন্তিত—পুনঃ বিলীন বিশ্বের সৃজনে।

হেরিয়া অপূর্ব্ব ভাব বিস্মিত বদনে,
তুষিতে বিধির চিত ব্যাকুল হৃদয়ে
আরম্ভিল স্তুতি—ইন্দ্র কাতরে নির্ভয়ে
উন্মীলি নয়ন ধাতা চাহিল সঘনে।

সন্তুষ্ট বিধির চিত দেব আরাধনে,
মলিন বিষাদযুক্ত হেরিয়া অমরে,
সম্বোধিয়া পুরন্দরে কহিল সত্বরে,
জিজ্ঞাসে কুশল তায় মধুর বচনে।

কেন সে মলিন ইন্দ্র! বিষন্ন অন্তরে,
ঘটিল কি অকুশল দৈবত মণ্ডলে,
পুনঃ কি দানব বৃন্দ পরাজয়ি বলে,
কাড়িয়া ল'য়েছে স্বর্গ বঞ্চিয়া অমরে

ঘৃণায় লজ্জায় রোষে আকুল অন্তরে,
অগ্রসরি সুরবৃন্দে রাখিয়া পশ্চাতে—
ধাতার চরণে মরি দুঃখ নিবেদিতে
ভগ্ন-কণ্ঠে আখণ্ডল কহিল সত্বরে!

তারক সংহার কাব্য।

হে বিধি! সর্ব্বজ্ঞ তুমি বিদিত ভুবনে,
শুভাশুভ জগতের যা কিছু ঘটনা,
সকল(ই) জান তুমি, দেবের যাতনা,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে ?

শার্দ্দুল বদনগ্রাস মার্জ্জার কবলে,
শঙ্কিত মণ্ডুক ভয়ে ভুজঙ্গের দল,
পলায় বিবর ত্যজি সভয় দুর্ব্বল,
দলিত কেশরী কায় মৃগপদ তলে !

তব বরে বরীয়ান দুষ্ট দৈত্যদলে,
পশিয়া স্বরগপুরে পরাক্রমভরে,
বিজিত শক্রর দেশ লণ্ডভণ্ড করে,
অধিকার করি স্বর্গ লইয়াছে বলে।

শঙ্কিত অমরবৃন্দ দনুজের ভয়ে,
লুক্কায়িত ছদ্মবেশে অবনীমণ্ডলে,
মথিত অমরচমূ দানবের বলে,
তিষ্ঠিতে না পারে কেহ অমর আলয়ে।

অমরে বাঞ্চিয়া স্বর্গ অসুরে অর্পিতে
ছিল সে বাসনা যদি তোমার অন্তরে,
কেন তবে বল দেব স্থজিলে অমরে,
সুদীর্ঘ জীবন ভার জগতে বহিতে।

শুনিয়া বারতা বিধি ইন্দ্রের বদনে,
কহিল সম্বোধি দুষ্ট দানব তারকে,
বিষম রোষের চিহ্ণ ললাট ফলকে
বাহিরিল তেজঃপুঞ্জ উজলি ভবনে।

অরেরে পাষণ্ড দৈত্য! দুর্ম্মতি ঘটিল
অমরে জিনিয়া স্বর্গ ভুঞ্জিবার আশা,
ভেবেছ কি পূর্ণ কভু হবে সে দুরাশা?—
বুঝিনু দানবকুল নির্ম্মূল হইল।

এতদম্ভ! অহঙ্কার! দেবে অবহেলে,
সিংহের আসন লাভে শৃগালে বাসনা,
বামন হইয়া চন্দ্রে ধরিতে কামনা,
জানে না অচিরে দর্প যাবে রসাতলে।

বলিতে বলিতে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল,
ভেদিয়া-অম্বর মার্গ প্রচণ্ড গমনে,
পশিল অনল শিখা ত্রিবিদ ভবনে,
সহসা দৈত্যের পুরী কম্পিত হইল।

সুরম্য প্রকোষ্ঠ মাঝে মহেন্দ্র আবাসে
নিদ্রিত দানব পতি বিচিত্র শয়নে,
নিরত ইন্দিরা সহ প্রেম আলাপনে,
স্বপ্ন ভাবি নিদ্রা ত্যজি বসে শয্যাপাশে

জ্যোতির্ম্ময় হেরি গৃহ সহসা নয়নে,
বাতায়নমুক্ত পথে চাহি বারম্বার,
ভাবিল প্রমাদ একি! ঘটিল আবার
রুষ্ট কি হইল বিধি দৈত্যে এতদিনে।

দেখিতে দেখিতে অগ্নি প্রচণ্ড নিঃস্বনে,
গর্জ্জিল গভীর নাদে দৈত্য বিনাশিতে,
প্রলয়ের শিখা যেন উঠি আচম্বিতে,
দহিতে উদ্যত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুবনে;

ত্রাসিত অমরবৃন্দ ভয়ঙ্কর রবে,
কম্পিত কাতর চিত ভীত কলেবরে
না পারি সহিতে তেজ সভয় অন্তরে
ধাতার পশ্চাতে গিয়া লুকাইল সবে।

ঈষৎ হাসিয়া বিধি ক্রোধ সম্বরণে
সম্বোধি বাসবে তবে কহিল ত্বরায়,
আ(ই)স ইন্দ্র! মম সঙ্গে করিব উপায়,
দৈত্যের নিধন বাঞ্ছা অভীষ্ট পূরণে।

ক্ষণকাল চিন্তি মনে ত্যজিয়া আসন,
ছায়ারূপী দেবগণে সঙ্গে লয়ে বিধি,
ক্ষীরোদ শয়নে যথা কমলার নিধি
মুহূর্ত্তে পৌঁছিল গিয়া বিষ্ণুর সদন।

কমলা কোমল অঙ্কে শায়িতার্দ্ধ কায়,
বিরাজে হরির দেহ অর্দ্ধ নিরাসনে,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভিত চরণে,
চঞ্চলা কমলা সুখে সেবিতেছে তায় ।

যোগনিদ্রানীরে তনু করিয়া মগন,
নীমিলিত পদ্মনেত্র ধ্যানমগ্ন চিত,
জগতের ইষ্ট চিন্তা অন্তরে উদিত;
ব্রহ্মাণ্ড পালন কার্য্যে রত অনুক্ষণ ।

অনাদি, অনন্তচিৎ স্বরূপ নির্গুণ,
নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিত্য সত্যাশ্রয়,
জীবের কল্যাণ বাঞ্ছা অন্তরে উদয়,
জগৎ পালন হেতু কারণ সগুণ ।

জানিয়া অন্তরযামী কারো অন্তরে
বিধি সহ বাসবের ক্ষীরোদা গমনে,
উন্মীলি নয়ন চাহি করুণনয়নে
তুষিল ধাতায় হরি মহা সমাদরে ।

কিহেতু বল সে বিধি ! আগমন তব,
স্বর্গত্যজি কেন ইন্দ্র ! সুরবৃন্দ সনে,
মৌনভাবে হেরি সবে কিসের কারণে ?
কি বিপদ সুরপুরে ঘটালে দানব ?

বিষাদে বাসব তবে কহিল মাধবে :—
বিধিবরে বরীয়ান দুষ্ট দৈত্যদলে,
ঘটালে জঞ্জাল আসি অমর মণ্ডলে,
পরাজিত সুরবৃন্দ দানব আহবে।

সশঙ্কিত দৈত্যভয়ে স্বর্গবাসীগণ,
কর সে উপায় প্রভো! উচিত বিধান্.
তোমা বিনা অমরের কে রাখিবে মান?
দেবের সম্বল বল তোমার চরণ।

ক্ষণকাল চিন্তি হরি কৈল পুরন্দরে ;—
শুন সে উপায় ইন্দ্র! দানব নিধন
হ'বে না অমর করে বিধির লিখন,
বৃথা কেন ক্লান্ত হও অসুর সমরে।

পার্ব্বতী পরেশ সহ হইয়া মিলন
একাঙ্গে শোভিবে পুনঃ কৈলাশ শিখরে,
মহাবীর্য্য রুদ্রবীর্য্যে জন্মিয়া নন্দন
অচিরে করিবে দুষ্ট তারক নিধন।

নমিয়া কেশব পদে দানবারিগণ,
প্রয়াণিল বিধি সহ আপন আলয়,
অনন্ত শয়ন হরি করিয়া আশ্রয়
শায়িত, পুনঃ সে চিত ধ্যানে নিমগন

কাতরে কহিল ইন্দ্র ইন্দিরা সদনে:—
জগৎ জননী রমে! কেন মা ছলনা?
কি হেতু অমরে মাতঃ! করিলে বঞ্চনা?
কি ত্রুটি সেবিতে দেব করিল চরণে!

জগদম্বে!
নিদয়া অমরে মাতঃ হ'লি কি কারণে,
জগৎ আরাধ্যপদ পূজিব কি দিয়ে?
যা ছিল সম্বল ইন্দ্রের ল'য়েছ কাড়িয়ে,
আছে মাত্র ভক্তিধন পূজিতে চরণে।

শচী ভিখারিণী এবে মর্ত্ত নিবাসিনী,
বিরাজে সঙ্গিনী সহ নৈমিষ কাননে,
কহিল জানাও নাথ! কমলা চরণে
শচীর হৃদয় জ্বালা দুঃখের কাহিনী।

বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি কহিল কমলা,
ভক্তিডোরে বাঁধিয়াছে মোরে দৈত্যপতি।
তেঁই সে ত্যজিতে তায় না পারি সম্প্রতি,
কলঙ্ক রটিবে নামে ভকৎবৎসলা।

যাও ইন্দ্র! ত্বরা, ভেবো না মোরে অচলা।
কাঁদিছে পরাণ মম শচীর রোদনে,
অচীরে ত্যজিব, দুষ্ট দৈত্যেশ ভবনে
না পারি তিষ্টিতে আর হ'য়েছি চঞ্চলা।

দেবদ্বেষী, দুরাচার, দুষ্ট দৈত্যপতি
নিঠুর নাহি সে দয়া, রত কুক্রিয়ায়,
নিতি নিতি এ আচার সহা নাহি যায়,
ত্যজিব বাসনা তেঁই করেছি সম্প্রতি।

কমলার পাদপদ্মে বন্দিয়া বাসব
একাকী প্রয়াণে সুর চিন্তিত অন্তরে
পুনঃ সে অমর সহ মিলিয়া সত্বরে
চিন্তেন কেমনে হ'বে দৈত্য পরাভব।

পঞ্চম সর্গ।

ধীবর পালিতা কন্যা ভুবনমোহিনী
মৎস্যগন্ধা পদ্মগন্ধা মহর্ষি কৃপায়,
মোহিত অনঙ্গ শরে পরাশর তায়
আলিঙ্গিল মহাঋষি অনূঢ়া কামিনী।

কৃষ্ণকায় মহাজ্ঞানী জন্মিয়া নন্দন,
রাখিল অদ্ভুত কীর্ত্তি ভুবন ভিতরে,
কবিকুল চূড়ামণি ভারতীর বরে,
দ্বীপে জন্ম নাম তেঁই হলো দ্বৈপায়ন।

বর্ত্তমান ভবিষ্যত অতীত ঘটনা
ধ্যানযোগে জানি ঋষি প্রতিভা প্রভাবে,
জগৎ পূর্ণিত করি যশের সৌরভে
রচিল পুরাণ খণ্ড আশ্চর্য্য কল্পনা।

পার্ব্বতী নন্দন প্রিয় দেবগণপতে!
শুভক্ষণে ধরেছিলে তুমিও লেখনি,
কল্পনাসম্ভূত শ্লোক ব্যাস মুখবাণি
লিখিয়া সরস রসে প্লাবিলে ভারতে।

নাহি মৈ কল্পনা শক্তি কবিতা রচনে,
অশক্ত লেখনি পটু নহে ত কখন,
কৃপাকরি কৃপাময়! কিঙ্করে এখন,
দেহ তব পদরজঃ অভীষ্ট পূরণে।

নমি আমি দ্বৈপায়ন মহাজ্ঞানী জ্ঞানে।
ভারতীর প্রীতিপাত্র বিখ্যাত ভুবনে,
অনন্ত কল্পনা সিন্ধু বিন্দু বরিষণে
অধম কিঙ্করে ঋষে! তোষ কৃপাদানে।

তারক নিধন যুক্তি কেশব সদনে
জানিয়া অমরগণ কি যুক্তি করিল,
শিবের সমাধি ভঙ্গ কেমনে হইল,
বর্ণিতে সে সব দেব! বড় সাধ মনে।

তুষার মণ্ডিত গিরি হিমাদ্রি শিখরে
রজত ভূধরোপম হর কলেবর,
শোভিত পর্ব্বত অঙ্গে কিবা মনোহর,
নিমগ্ন ত্রিশূলী চিত সমাধি সাগরে।

অর্দ্ধচন্দ্র রেখা ভালে ধক্ ধক্ জ্বলে।
দিগাম্বর কলেবর ভস্ম বিভূষিত,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য দেব তপমগ্ন চিত,
শোভিত রুদ্রাক্ষমালা নীলকণ্ঠ গলে।

আদ্যাশক্তি মহামায়া পরমা প্রকৃতি
শক্তিহীন শিব তনু সে শক্তি বিহনে,
কাতর উমেশচিত গৌরীর মিলনে,
উমার বদন ধ্যানে মগ্ন পশুপতি

পঞ্চম স্বর্গ

মহাশক্তি লাভে তনু নিয়োজিত চিত্ত,
ভাবিছেন সতীসনে কৈলাস শিখরে,
ভাসিবেন কবে পুতঃ প্রেমের সাগরে,
গৌরীর মিলন আশা অন্তরে উদিত।

মিলিত দানব রিপু সুমেরু শিখরে,
আশুতোষ ধূর্জ্জটির সমাধি ভঞ্জনে,
সুযুক্তি করিছে সবে বিষাদিত মনে,
পরিত্রাণ আশা হৃদে দানবের করে।

বিষাদিত ক্রুদ্ধচিত্ত কহিল শমন ;—
বাসব ! বৃথা কেন নিন্দ সুরদলে,
কে আছে সাহসী হেন অমর মণ্ডলে,
ধ্যায়িত রুদ্রের ধ্যান করিবে ভঞ্জন।

জানি আমি মহাক্রোধী দেব মহেশ্বরে,
উন্মত্ত সতীর শোকে জ্ঞান শূন্য হর,
ভীষণ রুদ্রের তেজ সহিতে অন্তরে
শক্তিমান্ নহে কভু অমর নিকরে।

ভয়ঙ্কর প্রজ্জ্বলিত পাবক শিখায়
জেনে শুনে অহি মুখে জীবন অর্পিতে
কার সে ভরসা ইন্দ্র ! হয় বল চিতে ?
কে আছে নির্ব্বোধ হেন অমর সভায়।

ার ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'লে।
অমর পতঙ্গ তায় পুড়িবে নিশ্চয়;
ঘুচিবে হৃদয়ে আশা সমর বিজয়,
ভষ্মীভূত দেবকায় হ'বে সে অনলে।

নহে সে শমন সাধ্য হিমাদ্রি-শিখরে
পশিতে নির্ভয় মনে পিণাকী সদনে,
প্রলয় চিন্তায় যথা মগ্ন ত্রিলোচনে,
আদেশি স্বত্বরে তথা পাঠাও অনলে।

কহিল অনল তবে সম্বোধি শমনেঃ—
আপনি অশক্ত যাহে না জানি সে কেন,
অপরে ল(ও)য়াতে তায় চাহে অকারণ,
কিসে-হে সক্ষম অগ্নি হেরিলে নয়নে ?

নাহি কি দেবেন্দ্রীর অন্য অমর মণ্ডলে,
সাধিতে সকল কার্য্য আদেশ অনলে,
কি বিক্রম অনলের হেরিলে নয়নে ?
অন্যে রাখি তারে প্রের এ কার্য্য সাধনে।

কেন বা অমর নামে কলঙ্ক রটিবে ?
আপনি ত সুররাজ পারেন যাইতে,
বৃথা অন্যে অনুরোধে কি ফল ফলিবে ?
অনাদি ঈশ্বর হর সমাধি ভাঙ্গিতে।

মুহূর্ত্তে ইঙ্গিতে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড বিলয়,
অনন্ত প্রশান্ত মূর্ত্তি রুদ্রের সদনে
নহে সে অনল সাধ্য করিতে গমন
যাও তুমি মৃত্যুপতি! যদি ইচ্ছা হয়।

বিস্ময়ে কহিল ইন্দ্র সম্বোধি অনলে :—
অমরে মরণ ভয়! আশ্চর্য্য কথনে
বিষম লজ্জার কথা শুনিলে শ্রবণে,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হাসিবে সকলে।

অহিভূক বিহঙ্গমে হলো অহিভয়,
অন্ধের হৃদয়ে ভয় হারাতে নয়ন!
বাতুল অমর কুল হইল এখন,
উচ্চারিতে হেন বাক্য লজ্জা নাহি হয়?

না পারিবে মনে যদি ছিল সবাকার,
কেন সে জানিতে যুক্তি কেশব সদনে,
বৃথা বল সুরবৃন্দ করিলে গমন,
পণ্ডশ্রম পরিশ্রম হলো মাত্র সার।

মিথ্যা লজ্জাভাগী সবে করিলে আমায়,
কোন্ মুখে পুনঃ ফিরে ক্ষীরোদালয়ে
যাব হে অনল! বল তোমা সবে লয়ে,
জিজ্ঞাসিলে হরি আমি কি বলিব তায়?

উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা বিদ্যাধরীগণে
অশক্ত সকলে হর সমাধি ভঙ্গনে;
অমর (ও) অক্ষম যদি সে কার্য্য সাধনে,
বল সে উপায় তবে কি হবে এখন।

অমরের ভাগ্যলক্ষ্মী হ'য়েছে চঞ্চলা,
জানিনু অনল আমি নিশ্চয় এবার,
হ'লো না অমর হতে দানব সংহার,
নিতান্ত নিদয়া দেবে হয়েছে কমলা।

বিষাদিত সুরপতি বসি গিরিতলে
চিন্তে অন্তরে যুক্তি অভীষ্ট সাধনে,
কারে সে প্রেরিবে পুনঃ ঈশান সদনে,
তপঃভঙ্গ হেতু তাঁর অবনীমণ্ডলে।

কতক্ষণে মৌনভাবে বসি শিলাসনে
সহসা উঠিল ঝড় বহিল পবন,
কম্পিত সুমেরু চূড়া ভীষণ নিঃস্বনে,
হুঙ্কারি গভীর নাদে কহিল পবন :—

বিস্মৃত কি দেবদল আত্মবল সবে?
যার যত পরাক্রম পরস্পর জানে,
সুধুই অমর রত আত্ম অভিমানে,
ভাবে না গৌরব মনে কেমনে সে রবে।

এস ইন্দ্র! সবে মিলে হিমানী গিরিতে।
পশিব নির্ভয় মনে ত্র্যম্বক সদনে,
উদ্যোগী পুরুষ সিংহ বিদিত ভুবনে,
কাপুরুষই ভীত ভবে স্বকার্য্য সাধিতে।

ধূর্জ্জটির ক্রোধানল জ্বলিয়া ভীষণ
যদিও অমরে ভস্ম করে সে এখন,
দাসত্ব পাদুকা শিরে করিয়া ভ্রমণ,—
ভ্রমিতে হবেনা দেবে ভবে সে কখন।

নিরুত্তর সুরবৃন্দ কেন হেরি সবে?
এতই অমরে কি সে মরণের ভয়,
নির্লজ্জ তেঁই সে মনে লজ্জা নাহি হয়,
ধিক্‌রে! দেবতাকুলে সুখ্যাতি গৌরবে।

অধীনতা বিষে করি জীবন সংশয়
কি কাজ আর সে বল রহি শত্রুপাশে,
চলহে প্রচেত! চল তোমার আবাসে,
লুকাইব সবে যাবে মরণের ভয়।

দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ক্ষোভে বিষণ্ণ বদনে
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল প্রচেত;—
বৃথা তর্কে সুরগণ কেন সবে রত,
অকারণ দ্বন্দ্বে সবে রত কি কারণে?

অতল জলধি গর্ভে, পর্ব্বত কন্দরে,
কিম্বা সে প্রবেশ যদি বিজন কাননে,
দাবাগ্নি ক্রোধাগ্নি তবু পশিয়া নির্জ্জনে
দহিবে, দহিবে জেন নিশ্চয় অমরে।

ভাগ্যদোষে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিমান জনে,
মিথ্যা যুক্তি লাভে বল কি ফল ফলিবে ?
কেবল অমর ভাগ্যে কলঙ্ক রটিবে,
হবে না রবে না যা'তা' কেন ভাব মনে।

ঊর্দ্ধনেত্র মহাযোগী শঙ্কর সদনে
পশিতে নির্ভয় মনে সমাধি ভঞ্জনে
নহে সে বীরের কার্য্য জেন সুনিশ্চয়,
বৃথা যুক্তি অমরের অন্তরে উদয়।

পার্ব্বতীর প্রেমে মুগ্ধ হর কলেবরে
কৌশলে বিন্ধিবে যবে ফুলশর তায়,
বিঁধিয়া অনঙ্গ শর যোগীর অন্তরে
হইবে সমাধি ভঙ্গে প্রধান উপায়।

ত্যজ চিন্তা শচীশ্বর ! আদেশি সত্বরে,
পাঠাও স্বপনে দেব আনিতে মদনে,
সঙ্গে লয়ে রতি পতি স্বীয় অনুচরে
পশুগ অবনী মাঝে ভবের সদনে'

প্রফুল্লিত সুরবৃন্দ বরুণ বচনে।
আদেশি স্বপনে তবে দেব পুরন্দর
কহিল অবনী মাঝে পশিতে সত্বর,
বিরাজে মদন যথা অনুচর সনে।

প্রয়াণি সত্বরে দেবী ধরণী ভিতরে
উপনীত মুহূর্ত্তে সে মদন সদনে,
জানায়ে আদেশ তাঁয় মধুর বচনে,
কহিল স্মরিছে ইন্দ্র অমর নিকরে।

জরাজীর্ণ চির রুগ্ন বিরহী হৃদয়ে,
নীরস পাদপ সম যোগীর অন্তরে,
অব্যর্থ কুসুম শরে জর্জ্জরিত ক'রে
দম্পতি সদনে বীর পশিল নির্ভয়ে।

বহুক্ষণ ভাসি সুখে প্রেম আলাপনে
দম্পতী প্রফুল্ল কায় বসি শর্য্যাগারে,
অবিতৃপ্ত পরস্পর বদন নেহারে,
বিমল সুচারু দৃষ্টি কটাক্ষ নয়নে।

অলক্ষিতে ফুলশর হানিয়া অন্তরে
বিঁধিছে কোমল কায় অবলা হৃদয়ে,
আকুল দম্পতী যুগ সম্মোহন শরে
আলিঙ্গনে তৃপ্তিলাভ করিছে উভয়ে।

সাধিয়া আপন কার্য্য বিরহী বেদন
ব্যস্তচিত্ত রতিপতি উদ্যত গমনে,
বিরত প্রেমিকদ্বয় প্রিয় আলাপনে,
ভুঞ্জিতে শর্ব্বরী সুখে করিল শয়ন।

স্বপন সদনে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
সহসা মদন হৃদি চঞ্চল হইল,
ভাবিল আবার কিবা বিপদ ঘটিল,
না জানি কেন না ইন্দ্র করিল স্মরণ।

নিষঙ্গ শোভিত পৃষ্ঠে, ভুবন মোহন
ফুলময় পুষ্প ধনু লয়ে নিজ করে
উপনীত মীনকেতু চিন্তিত অন্তরে
সভয়ে সুরেন্দ্র মাঝে বাসবসদন।

ব্যস্তচিত্ত রতিপতি, আদেশ পালনে,
করধৃত পুষ্পধনু খসিয়া পড়িল,
কাতর মদন মন চঞ্চল হইল,
সুরপুরে পদার্পণ করিল কুক্ষণে।

সভয়ে দণ্ডায়ে কাম মহেন্দ্র গোচরে
কহিল সম্বোধি তায় কাতরবচনে
" এ ঘোর নিশীথ কালে বল কি কারণে
স্মরিলে কিঙ্করে দেব! কি ভাবি অন্তরে।

স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবনে কে আছে এমন,
পরাভূত নহে যেই মদনের শরে
কটাক্ষে কুসুম শর হানিয়া অন্তরে
মোহিত করিতে পারি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।

কাতর অমর বৃন্দ নিরখি বা কেন?
কি হেতু নিস্তব্ধ সবে মলিন বদনে,
কি বিষাদ উদি মনে কি কার্য্য সাধনে,
স্মরিলে এ দাসে দেব, বল সে এখন।"

বিষাদে মদনে ইন্দ্র কহে ভগ্নস্বরে,
"রতিপতি! আশুগতি পশুপতি পাশে
পশ, যথা আশুতোষ পার্ব্বতীর আশে,
নিমগ্ন তপঃ সাগরে হিমাদ্রি শিখরে।

ভীষণ রুদ্রের ধ্যান সমাধি ভঞ্জনে,
তোমা বিনা মহারথি! অমর মাঝারে
নহে সে সশক্ত কেহ, আদেশি তোমারে,
তেঁই সে পশিতে ত্বরা ত্র্যম্বক সদনে।

জানি আমি মীনধ্বজ! পরাক্রম তব
মুহূর্ত্তে মোহিতে পার ব্রহ্মাণ্ড ভুবন,
তুমি না রক্ষিলে বল কে আর এখন,
রক্ষিবে অমর মান্ অতুল গৌরব।"

করযোড়ে নতশীরে বিষণ্ণ বদনে
সম্বোধি মহেন্দ্রে কাম কহিল কাতরে,
" ক্ষম ইন্দ্র, ক্ষম দাযে, এ চির কিঙ্করে
পাঠাও অপরে দেব, ধূর্জ্জটী সদনে।

কে অাছে বাসব ভবে ভবে পরাভবে
নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয় নিষ্কাম অন্তরে
বিলাস জন্মাতে চাহ তুচ্ছ ফুলশরে,
লোলুপ মধুপ শুষ্ক কুসুম আসবে।

ভাসাতে রতিরে দেব! বৈধব্য সাগরে
বিলুপ্ত মদন নাম করিতে ভুবনে,
এত কি বাসনা ইন্দ্র! হইয়াছে মনে,
কি দোষে মদন দোষী মহেন্দ্র গোচরে।

শতক্রতু! মহাক্রতু শঙ্কর সমাধি
ক্রোধাগ্নি হোমাগ্নি তায় হবিঃ পঞ্চশর
দহিবে মদন কাষ্ঠ বহ্নি ভয়ঙ্কর
আখণ্ডল! কিবা ফল বল বাদ সাধি

ক্ষম ইন্দ্র! ক্ষম দাযে ধরি হে চরণে
নহে সে প্রভুর রীতি নাশিতে কিঙ্করে,
অবৈধ আচার প্রভো! সাজে কি অমরে
ত্যজ রোষ, হের দাযে করুণা নয়নে।"

"ছি! ছি! কাম! ধিক্! তোরে নিন্দ জীবনে,
ডুবালি মদন নাম কলঙ্ক সাগরে
ভুবন মোহন ধনু ধরি ধনু নিজ করে
তবু সে অন্তর ভীত সমাধি ভঞ্জনে।

দেবের অপ্রিয় কার্য্যে বাঞ্ছা যার মনে,
কেন বা অমর দলে রহে সে এখন ;
প্রেম-মুগ্ধ শঙ্করের সমাধি-ভঞ্জনে
এত কি বিষম ভার হইল মদনে।

বিরত হইয়া কাম অনুজ্ঞা পালনে,
ভেবেছ কি সুস্থ চিত্তে জগতে ভ্রমিবে
যথা ইচ্ছ পশ তুমি নিশ্চয় দহিবে
নিশ্চয় অমর করে হারাবে জীবনে।"

ক্রুদ্ধচিত্ত আখণ্ডলে হেরিয়া নয়নে,
সশঙ্কিত ব্যাকুলিত চিন্তান্বিত অতি
বিষম বিপদনীরে মগ্ন রতিপতি
ভাবিছেন উপায় কি করিবে এক্ষণে!

কি কুক্ষণে সুরপুরে করিনু প্রবেশ।
জানিনু বিপদ মম ঘটিল এবার
নিশ্চয় হইল হায় জীবন সংহার
ঘটিল রতির ভাগ্যে বৈধব্য বেদনা।

নিস্বার্থ পরম ধর্ম্ম করিয়া পালন
ত্র্যম্বকের করে মৃত্যু শ্রেয়ঃ সে এখন
দেবের মঙ্গল কার্য্যে অর্পিয়া জীবন
লভিব অক্ষয় কীর্ত্তি অনন্ত জীবন।

চিন্তিয়া অন্তরে কাম বিষণ্ণ অন্তরে
নিষ্কাম পবিত্র ধর্ম্ম সাধিবার তরে
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ক্ষোভে আকুল হৃদয়ে
পশিল সভয়ে ধীরে ধূর্জ্জটী গোচরে।

ত্যজিয়া বিষাদ ইন্দ্র কহিল মদনে,
হিমাদ্রি শিখর মাঝে নির্ভয় অন্তরে
অবিলম্বে পশ গিয়া ধূর্জ্জটী সদনে
রক্ষিতে অমর বর্গ মিলিবে সত্বরে।

ষষ্ঠ সর্গ।

সুরসা দানব পত্নী প্রফুল্লিত মনে
সখি সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে, প্রমোদ তরঙ্গে অঙ্গে
ঢেলেছে রঙ্গিনী রামা ত্রিদিব কাননে।
চিন্তিত পতির মন ভুলাবে কেমনে।

উপনীত সখিসহ পারিজাত তলে,
সুন্দর প্রসূনমালা, গাঁথিয়া দানবরামা,
সাদরে ধরিল কণ্ঠে কবরী কুণ্ডলে
সজ্জিত পতির মন ভুলাইতে ছলে।

নিতম্বে মেখলা পদে অলক্ত রঞ্জিত,
পীনোন্নত পয়ঃধরে, মুক্তামালা শোভা করে,
খঞ্জন গঞ্জিত চক্ষে অঞ্জন অঙ্কিত,
বালার্ক সদৃশ ভালে সিন্দুর শোভিত।

চারু অঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া যতনে,
কটাক্ষ নয়ন ঠারে, পতিচিত্ত তুষিবারে
চলেছে সানন্দে বামা গজেন্দ্র গমনে
হাব ভাব চিহ্ন অঙ্গে প্রকাশ লক্ষনে।

শিখেছে চাতুরী ছল প্রেমের কৌশলে,
শিখিয়াছে ভালবাসা, পুরাতে মনের আশা
শিখেছে পতির মন ভুলাইতে ছলে
শিখেছে বাঁধিতে তায় প্রেমের শৃঙ্খলে।

দর্পনে বদন বামা নিরখি নয়নে
হাসিল মুচকি ঘন, বিজলীর রেখা যেন,
প্রকাশিল সুন্দরীর অধরের কোনে,
পারিবে ভুলাতে কান্তে ভাবিল সে মনে।

অঙ্গীকার পাশে পতি বদ্ধ জানি মনে,
প্রতিজ্ঞা পূরণ তরে, চলিয়াছে রোষভরে,
একান্তে জানাতে কান্তে প্রার্থনা পূরণে
আনিতে রতিরে ধরে ত্রিদিব ভবনে।

নৃত্যগীত আমোদিত পূর্ণ বাদ্যরবে।
দৈত্যবালা সুলোচনা, বাজায় বাঁশরীবীণা,
মধুর পঞ্চমতানে সুললিত রবে,
সুমিষ্ট সংগীত ধ্বনি করিতেছে সবে।

গাইছে গায়কী নট নাচে কুতুহলে,
ষোড়ষী রূপসী রামা দৈত্য বামা মনোরমা
মোহিত করিয়া মন যৌবনের বলে
রঙ্গস্থলে অভিনয়ে মত্ত কুতুহলে।

মহোৎসবে মত্ত সবে মগ্ন মহোল্লাসে
অপার আনন্দ সরে, সুখে সবে ক্রীড়া করে,
বিজয়ী জাতির নারী নব সুখ আশে
কেবল দনুজ পতি চিন্তা নীরে ভাসে।

নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে নির্জ্জন আসনে,
ভাবিয়া অদ্ভুত জ্যোতি, চিন্তিত দানবপতি,
এখনও সে প্রভা যেন ঝলসে নয়নে
সত্য মিথ্যা স্বপ্ন কভু অনুমানে মনে।

বিষাদ কালিমা রেখা পড়িয়াছে ভালে,
নাহি দীপ্তি প্রভান্বিত, চিন্তা রাহু কবলিত
আবৃত অদৃষ্ট রবি দুঃখ ঘন জালে,
চিন্তিত অন্তরে সদা কি আছে কপালে।

হতাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ ক্ষণে,
বসিয়া নিভৃতাসনে, ভাবিত আকুল মনে,
জাগ্রতে কি স্বপ্নে ইহা হেরিনু নয়নে
আশ্চর্য্য সে ইন্দ্রজাল! অদ্ভুত বর্ণনে।

ভুলালে কুহকে দেব দানব মণ্ডলে,
দৈত্যপতি মুগ্ধতায়, আশ্চর্য্য কহিব কায়,
ত্রৈলক্যবিজয়ী বীর মুগ্ধ যাদুবলে,
মৃগেন্দ্র মোহিত ধূর্ত্ত শৃগাল কৌশলে!!

সামান্য কুহকে ভীত দৈত্যপতি নয়
জাগ্রতে হেরিনু যাহা, স্বপ্নজ্ঞান মনে তাহা,
অসম্ভব ভাব মম হৃদয়ে উদয়,
উন্মাদ হইনু স্বর্গ করিয়া বিজয়!!

বুঝিনু বুঝিনু ছল অমরের নয়,
ভয়ঙ্কর বহ্নি রাশি, দহিল ললাট আসি,
ধাতার ক্রোধাগ্নি তায় জানিনু নিশ্চয়
ভীষণ অনলে দগ্ধ তারক হৃদয়! !

বিদগ্ধ দনুজপতি চিন্তা হুতাশনে,
দৈত্যে তুষ্ট জানি মনে, রুষ্ট বিধি এতক্ষণে,
অমরে সন্তুষ্ট ধাতা হলো তে কারণে,
অদৃষ্ট ভাবিয়া রহে বিষণ্ণ বদনে !

সহসা শিঞ্জিনী রোল পশিল শ্রবনে।
রুনু রুনু রুনু বোলে, বাজিল মধুর রোলে
শত তন্ত্রীতার যেন মৃদু নিনাদিল
চমকি দনুজপতি সঘনে চাহিল।

ভুবন মোহিনী রূপে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
কি ছার দানবপতি, আপনি গোলকপতি,
রাধার নুপুর ধ্বনি করিতে শ্রবন
বাজাত বাঁশরী, হরি রাধা বিনোদন।

রূপের মাধুরী হেরি বিমোহিত চিত,
ছুটিল নয়নবান্, ভেদিল দনুজ প্রাণ,
মূহুর্ত্তে বিষম চিন্তা হৃদে অপনীত
ধরিতে তরুনীকর কর প্রসারিত।

রমণী নবণীকর পৃষ্ট করতলে,
তরুণী রূপ সাগরে, মগ্ন মন ক্ষণ তরে,
না মিলিল রত্ন কিন্তু হৃদিসিন্ধুতলে
হলাহল উদ্গীরণ অমৃত বদলে।

ভ্রুকুটী বিস্তারি বামা রক্তিম নয়নে,
চাহিয়া পতির পানে, পঞ্চম সপ্তমতানে;
ক্ষোভে রোষে মনো দুঃখে জানাতে বেদনে।
কহিল সম্বোধিনাথে কর্কশ বচনে।

শিখেছ কদিন বল চাতুরী ছলনা,
অদ্ভুত শঠতা জাল, শিখিয়াছ কতকাল
শিখেছ কদিন বল ভুলাতে ললনা
নারীর অন্তরে দিতে বিষম বেদনা।

জানিতাম যদি আগে হইবে এমন,
কামুক লম্পট জনে, জীবন যৌবনে ধনে,
সঁপিয়া হইতে হবে প্রাণে জ্বালাতন,
তাহলে কি কভু তারে সঁপিতাম মন।

বৃথা দম্ভ অহঙ্কার বৃথা অভিমান,
বিষম বিষের বাতি, হৃদে জ্বলে দিবারাতি,
হলো না হলো না জ্বালা হলো না নির্ব্বান
বুঝিনু দানবপতি বালিকা ভূলান্।

হা ধিক্! ঘৃণার কথা কহিব কেমনে,
মিথ্যাবাদী, দৈত্যপতি কুটিল হৃদয়গতি,
অধর্ম্মে অন্তর ভীত নহেতে কারণে
এত কি বিষম তার প্রতিজ্ঞা পূরণে।

নির্ল্লজ্জজীবনে লজ্জা নাহি সে কখন,
তুচ্ছ অঙ্গীকার যার, হৃদয়ে বিষমভার,
কেন বা করে সে পণ করিতে লঙ্ঘন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

কি কহিলে প্রিয়ে! মিথ্যাবাদী দৈত্যপতি
কহিতে অনৃত বাণী, কিসে সে হেরিলে রাণী!
কপট কুটীলতার হৃদয়ের গতি
কিসে বা হেরিলে তারে ছলিতে যুবতী।

বামা তুমি সুলোচনে! জানিবে কেমনে,
যে জ্বালা বীরের প্রাণে, জানিবে বল কেমনে,
জানিতে লভিতে যদি শক্র রাজ্যধনে,
বিজয়ী বিজিত জ্বালা সমান দুজনে।

সামান্য প্রতিজ্ঞা তব করিতে পূরণ
দৈত্যপতি ভীত নয়, তবে যে কেন সে ভয়
কি বলিব প্রিয়তমে! তোমায় এখন
অদৃষ্ট বিরুদ্ধ হলে কদিন সে ধন।

কহিল সুন্দরী—'কান্ত! ভ্রান্ত হ'লে মনে,
অদৃষ্ট তব বিরূপ, কিসে সে হেরিলে ভূপ,
সৌভাগ্য উচ্ছেদ কিসে হেরিলে নয়নে,
অনুকূল দৈত্যকুলে ধাতা প্রতিক্ষণে।

নারী আমি দৈত্যনাথ! কহিলে কেমনে,
নারীভবে শক্তিধাত্রী, জগৎ পালনকর্ত্রী,
এত কি ঘৃণিত নারী পুরুষ-মণ্ডলে!
পুরুষে পৌরুষমান নারী শক্তি বলে।

পুরুষের মন্ত্রী নারী, বিপদে সহায়,
নারী না থাকিলে পরে, কিসের গৌরব নরে
সভ্যতা সোপান বামা সংসার উপায়,
সুখভোগী নরকুল নারীর কৃপায়।

না চাহি সাহায্য তব মিথ্যা পরাক্রম,
রক্ষিতে আপন পণ, অশক্ত যদি এখন
পুরাতে বাসনা তার সুরসা সঙ্গম,
দেখিবে দনুজনাথ বামার বিক্রম।"

হাসিয়া দনুজপতি কহিল প্রিয়ায় :—
"জানি আমি চন্দ্রাননে, বিচিত্র না ভাবি মনে,
সিংহের মহিষী গিয়া পশিয়া গুহায়,
ধরিয়া আনিবে দাসী শৃগাল জায়ায়।

কিন্তু কি সাহসে প্রিয়ে! চাহ সে পশিতে,
নৈমিষ কানন মাঝে, ইন্দ্রাণী সহ বিরাজে
অগণ্য অমর চমু রতিরে রক্ষিতে,
কি সাহসে শক্র সৈন্য চাহ সে ভেদিতে?

দৈত্যপতি ভীত নহে অমরের ভয়ে,
নিশার ঘটনা চিত, ভাবি সদা সশঙ্কিত,
কালাগ্নি সদৃশ অগ্নি প্রচণ্ড প্রলয়ে
দহিছে নিয়ত মম হৃদয় নিলয়ে।

ধাতার রোষাগ্নি তায় জেনেছি নিশ্চয়,
জানি আমি প্রিয়তমে, রুষ্ট বিধি এ অধমে,
দৈত্যের সৌভাগ্য হেরি কাতর হৃদয়,
কি দোষে ঔ চির দাষে হ'লেন নিদয়।

একে সে অতুষ্ট বিধি দানব মণ্ডলে,
তাহে যদি কেশে ধরে, আনি রতি স্বর্গোপরে,
ঘটিবে বিষম জ্বালা ধাতা রোষানলে,
দৈত্যকুল সুখ রবি যাবে অস্তাচলে।

ক্ষান্ত হও প্রিয়তমে! ক্ষান্ত হও মনে,
ত্যজ প্রিয়ে! অভিলাষ, রতির সেবন আশ,
ত্যজ বিধুমুখি! তুমি, ত্যজ চন্দ্রাননে!
ক'রো না হৃদয়ে আশ উচ্ছেদ সাধনে।"

ষষ্ঠ স্বর্গ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ঘন কহিল সুন্দরী :—
"ঘটিল সাধে বিষাদ, সাধিল বিধাতা বাদ
নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন হলো আশা তরী,
শিথিল হতাশ আজ দানব ঈশ্বরী !

ধন্য সে রমণী শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতরে,
নিরাশা না জানে মনে, আশা পূর্ণ প্রতিক্ষণে,
সেই সে সুখিনী নাথ ! জানিনু অন্তরে,
সার্থক জনম তার ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।

আগে যদি প্রাণনাথ ! জানিতাম মনে,
আশারূপ আশীবিষে, দংশিয়া যাতনা বিষে,
দহিবে দাসীর প্রাণ হায় ! প্রতিক্ষণে,
তা হ'লে কি বলিতাম প্রার্থনা পূরণে।"

সুরসাবল্লভ তারক কহিল প্রিয়ায়,
"যাও ইন্দু নিভাননে ! সখিসহ উপবনে,
ভ্রমণে পরম সুখ লভ গিয়ে হায়,
অচিরে ভেটিব আমি পুনঃ সে তোমায়।

একান্তে জানাতে কান্তে, বাসনা ধাতায়,
জানাব যাতনা তায়, কেন বিধি ক্রুদ্ধ হায়,
কি দোষে দানব দুষ্ট রুষ্ট তেঁই তায়
কিসে বা বঞ্চিত হ'নু চরণ কৃপায়।"

কটাক্ষ নয়নে বামা চাহি পতি পানে,
কাতর কুণ্ঠিতস্বরে, কহিল বিষাদভরে,
"ধরিতে হইল প্রাণ এত অপমানে,
সার্থক রতিরে ত'ার গর্ব্ব অভিমানে!

পুনঃ যদি রতিসহ হয় দরশন,
হাসিয়া মদন জায়া, দহিবে দানবী কায়া,
বিষম বিদ্রুপ বাণে জ্বলিবে জীবন,
ভুজঙ্গী হইবে নত মণ্ডুকী সদন।

নিরাশা না জানে মনে দানব নন্দিনী,
জানে না কখন যায়, জানিল এখন তায়,
মহেন্দ্র লক্ষণ হেরি হইনু সঙ্গিনী,
ভাগ্য দোষে দৈত্য রাণী হইল দুঃখিনী।

কি হবে দাসীরে নাথ দিয়া দরশন,
অশান্ত হৃদয় মম, ক্ষান্ত নহে প্রিয়তম,
কেমনে সান্ত্বনা তায় করিবে এখন,
আশা অংশু তেজে পাংশু হবে মম মন।

না চাহি স্বরগ নাথ ত্রিদিব ভুবনে,
নিশ্চয় জানিও মনে, উদ্বন্ধনে অনশনে,
ত্যজিব জীবন কিম্বা জলধি জীবনে,
নৈরাশ্য জীবন ভার বিফল বহনে।

ষষ্ঠ স্বর্গ

থাক সুখে প্রাণনাথ! অনুচর সনে,
বহুশ্রমে রাজ্যধন, করিয়াছ উপার্জ্জন,
মিটাও মনের ক্ষোভ ভুঞ্জি সুখ মনে,
না চাহে সুরসা তব তুচ্ছ রাজ্যধনে।"

দাঁড়াল ক্ষণেক রামা নীরব অন্তরে,
বুঝিতে পতির মন, চাহিতেছে প্রতিক্ষণ,
নিমগ্ন দনুজপতি চিন্তার সাগরে,
হেরিয়া চলিয়া রামা গেল রোষভরে।

ক্ষণে সে মিলিয়া আঁখি চিন্তিত বদনে,
হেরিল দনুজপতি, নাহি সে রূপের জ্যোতি,
নিরখে নাহিক বামা বিস্মিত লোচনে,
লুকাল চপলা যেন সঘন গগনে।

ত্যজিয়া নিভৃতাসন, নন্দন কাননে
চলিল বিষণ্ণ মনে, প্রিয়তমা অন্বেষণে,
সান্ত্বনা করিতে তায় মধুর বচনে,
ভাসিতে সুরসা সহ প্রেম আলাপনে।

* * * *

নৈমিষ কাননে কাতর অন্তরে,
মদনমোহিনী শচী পদধরে,
কাঁদিছে বালা সকরুণ স্বরে,
ইন্দ্রাণী (ও) কাঁদে রতির রোদনে।

মুছায়ে অঞ্চলে নয়নের জল,
মহেন্দ্র ঘরণী আঁখি ছল ছল,
কহিছে রতিরে বিলাপে কি ফল,
সম্বর সখি! এ মনোবেদনে।

পতি অমঙ্গল ভাবিতে গো! মনে,
পতিব্রতা রীতি নহে সে ভুবনে,
কেন ক্ষান্ত সখি! সে ব্রত পালনে,
নারীর কর্ত্তব্য করিতে পালন।

মিথ্যা স্বপ্নে কেন সত্য ভাবি চিতে,
দহিছ সজনি! বল মনাগ্নিতে,
অশুভ ঘটনা ভাবি আচম্বিতে,
অধীরা কেন গো বৃথা এখন।

পতি তব বীর ব্যক্ত চরাচরে,
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী ফুল ধনু করে,
কেন তবে বল রয়েছ কাতরে,
ভাবী অকুশল ভাবিয়া হায়।

নীল নলিন নিন্দিত নয়নে,
বারিধারা বল ঝরে কি কারণে,
সোনার কমলে তুষার পতনে
ভিজেছে মরি নলিন কায়।"

সম্বোধি সাদরে শচীরে কাতরে
কহিতেছে রতি সুমধুর স্বরে :—
"তুষাগ্নি নিয়ত জ্বলিছে অন্তরে,
কেমনে নির্ব্বাণ করিগো তায়।

কেন বা হেরিনু হেন কুস্বপন,
না জানি ললাটে আছে কি লিখন,
অকস্মাৎ শিরে অশনি পতন,
বৈধব্য যন্ত্রণা ঘটিল হায়।

ভ্রমিয়া শর্ব্বরী সুখে নাথসনে,
যামিনীর ক্লেশ মোচন কারণে,
নিদ্রা নিমগন অদ্ভুত স্বপনে,
হেরিনু কহিতে বিদরে প্রাণ।

মহেন্দ্র আদেশ করিতে পালন,
ত্যজিয়া দাসীরে অমনি তখন,
চলিল প্রাণেশ সুরেশ সদন,
বিরহ অনলে দহিয়া প্রাণ।

তখনি স্বপন অবসর পেয়ে
কহিল আমারে,—'দেখ রতি চেয়ে
রুদ্রের ক্রোধাগ্নি আসিতেছে ধেয়ে
ভীমরবে তোর দহিতে হিয়া ;'

বসিয়া সুন্দরী মম শিরোপাশে,
ভাসিল বারতা সকরুণ ভাষে ;
শুনিয়া সে বাণী নিদ্রার আবেশে
চমকি সখি! উঠিনু জাগিয়া।

সে ভবিষ্য দৃশ্য হেরিয়া নয়নে,
দহিছে হৃদয় অনন্ত বেদনে
যে যাতনা প্রাণে কহিব কেমনে,
সকল(ই) তুমি জান মহেন্দ্রাণি ! ।

একে কুস্বপন করিয়া দর্শন,
ভাবিয়া অন্তরে হতেছি দহন,
পুনঃ কুসংবাদ করিয়া শ্রবণ,
চপলার মুখে ত্রাসিত পরাণী।

সুরসা নাকি করিয়াছে পন,
ধরিতে আমারে, বিলাস কারণ,
মনে আশা রতি করিবে সেবন,
কিঙ্করী করিয়া রাখিবে তায়।

কি হবে ইন্দ্রাণি ! বল গো এখন,
অবলার মান কে করে রক্ষণ,
বালক জয়ন্ত, দনুজনন্দন
পরাক্রান্ত, সে কি হবে উপায়।

একে কুস্বপন অন্তরে উদয়,
পতি মন্দ ভাবি কাতর হৃদয়,
তাহে মহাদেবি! দানবের ভয়,
কেমনে বল পাব পরিত্রাণ।

শুনিনু সজনি! বাসব আদেশে
শঙ্কর সমাধি ভঞ্জন উদ্দেশে,
পশিবেন নাথ রজনীর শেষে,
নিশ্চয় তাহে হারাবে প্রাণ।

মহাক্রোধী রুদ্র বিখ্যাত ভুবনে,
কার সাধ্য তাঁর সমাধি ভঞ্জনে,
ললাট অনল বাহিরি সঘনে,
রতির ললাট পোড়াবে হায়।

কামবধু কহে শচী পদধরে
চপলারে দেবি! পাঠাও সত্বরে
যেন কান্তে মম নিবারণ করে,
সমাধি ভঞ্জনে পশিতে তাঁয়।”

রতি মুখে শুনি দুঃখের কাহিনী,
বিষাদে কহিছে বাসব মোহিনী,
“কেন সখি! বল হতেছ তাপিনী?
অচিরে (এ) তাপ হ’বে নিবারণ।

যাওলো চপলে! আশুগতি তথা,
হৃদয়েশ মম বিরাজেন যথা,
কহিও তাঁহারে রতির বারতা,
না পাঠান কামে হরের সদন।

নাহি চাহি হ'তে ত্রিদিব ঈশ্বরী,
স্বর্গসুখ হৃদে কামনা না করি.
রতি দুঃখ হেরে সে সুখ পাশরি,
না সহে প্রাণে পরের বেদন্।

পরের অন্তরে অর্পিয়া যাতনা
না করে ইন্দ্রাণী সুখের কামনা,
তুচ্ছ রাজ্যধনে কি হবে বলনা,
অনিত্য সকল(ই) নহে চিরন্তন্।

শচীর আদেশে চলিল চপলা,
দ্রুতগতি বালা হ'য়ে সচঞ্চলা;
রূপের গরবে ঠমকি উজলা
জানাতে ইন্দ্রে শচীর বারতা।

বাসব বাসনা কহে দুঃখবশে:—
"মধুর কোমল ব্রততী সরসে
ভাবনা-তপন কিরণ পরশে
শুকায়েছে হেন কুসুম লতা।

কেন বৃথা শঙ্কা করগো সজনি,
কি সাধ্য এত যে দানব রমণী
স্পর্শিবে তোমারে প্রবেশি অবনী
সিংহের বনিতা মহেন্দ্র জায়া।

শচী কি কাতর রক্ষিতে আশ্রিতা,
বীরের জননী বীরের বণিতা,
দানবের ডরে নহে কভু ভীতা,—
ত্যজে কি কায়া কভু সখি! ছায়া।"

মধুর বচন শুনি শচী মুখে,
সম্বোধি তাঁহারে কহে রতি দুঃখে,—
"ধরিব জীবন আর কিবা সুখে,
রতির কপাল ভেঙেছে এবার।

ধৈরজ সজনি! নাহি ধরে প্রাণী,
অবোধ হৃদয় প্রবোধ না মানি,
কি হবে উপায় নাহি মম জানি,
ভাবিয়া হৃদয় হইল ক্ষার।

যদবধি সখি! নাহি হেরি নাথে,
পুনঃ মন সাধে ভ্রমি তাঁর সাথে,
তদবধি মম মনপ্রাণ কাঁদে,
কিসে সে সান্ত্বনা করিব তায়।"

পুনঃ দেবেন্দ্রাণী কহে মধুস্বরে
"কেঁদোনা সজনি! ভেবোনা অন্তরে,
কেন বৃথা বল বিষাদ সাগরে
ঢালিয়াছ তনু কি হেতু হায়!

একান্ত হরের সমাধি ভঞ্জনে,
পশে কান্ত তব আদেশ পালনে,
দেবতা সকলে মিলিয়া যতনে
রক্ষিবে তাঁরে জেন সুনিশ্চয়।

দানবীয় ভয় ভেবোনালো মনে,
কি সাধ্য তাহার শচীর সদনে,
প্রবেশি হরিবে এ অমূল্যধনে,
সুরসা অন্তরে নাহি কি ভয়!

বিষাদে নিশ্বাস ত্যজিয়া কাতরে
কহিল ইন্দ্রাণী রতির গোচরে—
"রাগ, দম্ভ, দ্বেষ, বৃথা গর্ব্বভরে
মত্ত জীবকুল কেন বা হয়।

প্রপঞ্চ জীবন পঞ্চভূতে লয়
জানে যদি সবে হবে সুনিশ্চয়,
জেনে শুনে কেন নিঠুর হৃদয়,
পরের কাতরে কাতর না হয়।

ষষ্ঠ স্বর্গ।

কেন হিংসা কার্য্যে রত পরস্পরে,
বাদ বিসম্বাদে কি ভাবি অন্তরে,
রত অনুক্ষণ তুচ্ছ রাজ্য তরে,
না জানি কি সুখ লভিবে তায়।

অনিত্য সম্পদ, জীবন, যৌবন,
চিরস্থায়ী ভবে নহে ত কখন,
পর প্রাণে তবে দিতে সে বেদন,
নহে কি কাতর অন্তর হায়!

সম্ভাষি সাদরে রতি সুবদনী,
কহিল শচীরে 'আহা চন্দ্রাননে!
রমণী কুলের তুমি শিরোমণি,
হেরিলে (ও) মুখ ভুলি সব জ্বালা।"

কহিলেন শচী সম্ভাষি সাদরে,
"ভেবো না সজনি! ভেবো না অন্তরে,
কেন আর বল বিষাদের ভরে
রহিয়াছ সহি অনন্ত জ্বালা।"

সপ্তম স্বর্গ।

ত্যজিয়া কৈলাশগিরি হিমানী শিখরে,
দুস্তর সমাধিনীরে মগ্ন ত্রিপুরারি,
গৌরীর মিলন আশা উদিয়া অন্তরে
চঞ্চল উমেশ চিত, নিমগ্ন সে ধ্যানে,

তুষার মণ্ডিত শৈল, শুভ্রাকৃতি সদা,
উচ্চ চূড় হিমাচলে, রজত ভূধর—
নিভ হর কলেবর, মিশিয়া একাঙ্গ
যেন হইয়াছে, মরি কিবা মনোরম।

বাঘাম্বর কটিতটে, আপৃষ্ঠলম্বিত
জটা, সদা শোভে ভালে অর্দ্ধ-চন্দ্র রেখা,
ভীষণ ললাগ্নি তায় ধবক্ ধবক্ জ্বলে,
উর্দ্ধফণা ফণী শিরে গভীর গরজে।

নীলকণ্ঠ কণ্ঠে শোভে নীলকান্ত আভা,
নীমিলিত উর্দ্ধনেত্র, উর্দ্ধরেত সদা,
প্রলম্ব আসনে বসি ব্যোমকেশ শূলী
ঢালিয়াছে চিত্ত যেন প্রলয় চিন্তায়।

অকালে নাশিতে বিশ্ব, বিশ্বনাথ যেন
ধরিয়াছে মহাকাল ভৈরব মূরতি,
মহাধ্যানে নিমগন পার্ব্বতীর আশে,
আশুতোষ, অসন্তোষ, পূর্ব্বভাব ভুলি।

সচন্দন বিল্বপাত্র লয়ে নিজ করে,
কৃতস্নাতা, মুক্তকেশে নগেন্দ্র নন্দিনী
উপনীত সখিসহ, পূজিতে মহেশে,
প্রসন্ন করিতে হরে, বিশ্বের কারণে।

প্রকৃতি রূপিনী বালা মহাশক্তি ভবে,
জগদ্ধাত্রী, ত্রিনয়না, ত্রিগুণ রূপিণী,
দাক্ষায়ণী দক্ষালয়ে ত্যজি নিজকায়া
লভেছে জনম পুনঃ শৈলরাজ গৃহে।

গৌরীর রূপের প্রভা শৈলেশ শিখরে
ধরেছে অপূর্ব্ব শোভা, সুধাংশু কিরণ—
বাসে প্রকৃতি সুন্দরী সাজিয়াছে যেন
সুন্দর মোহন সাজে, ভুলাইতে ভবে।

রক্ত জবা রাগ সম পদ কোকনদে
গুঞ্জরে মধুপ সদা, মধুপান আশে,
চম্পক কলিকানিভ অঙ্গুল্যাগ্রভাগে
কোটী শশী রবি তারা দিবানিশি জ্বলে

সুবলিত সুগঠিত পদ তরুমূলে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গফল,
ছড়াছড়ি অহর্নিশ, মধুর আস্বাদ,
তৃপ্তি লভে আস্বাদনে ভকত মণ্ডল!

ব্রহ্মাণ্ড উদর ভাণ্ডে, নাভি সরোবরে
মায়া পদ্ম পর্ণ চক্র বেড়া সুকৌশলে,
মহামায়া মায়া মুগ্ধ জীব অলিচয়,
সদা বদ্ধ মায়াজালে, বন্দীপ্রায় সবে।

বিমুক্ত কুন্তল রাশি ভূতল স্পর্শিত,
অমুন্নত কুচরেখা পর্ণচক্র সম,
অস্ফুট, শোভিত কিবা বক্ষঃ সরোবরে,
অমৃত আধার, বিশ্ব পালনে সহায়।

ব্রহ্মাণ্ডের জীব তরু করিয়া বেষ্ঠন,
স্নেহ ভুজলতা বদ্ধ প্রণয় কীলকে,
ভুবন ভুলান হাসি অধরের কোনে,
মৃদুহাস্যে বিমোহিত অখিল সংসার।

ত্রিনেত্রে ভুবনত্রয়, ব্রহ্মাণ্ড বদনে,
কটাক্ষ ভঙ্গিমা তায়, ত্রিগুণ শোভিত
মহাশক্তি স্বত্বঃ, তমঃ, রজঃ অভিধেয়,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের নিদান কারণ।

প্রপঞ্চ জগৎ পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতস্থিতা
আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিয়োজনাদি
ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিশক্তি, বষ্ঠি ভাবান্বিত,
গুণময়ী গুণ ক্ষোভে ব্যক্ত স্বরূপিণী।

কঠোর তপের ফলে হিমালয় জায়া
ভুবন মোহিনী কন্যা, অতুল জগতে,
উদরে ধরিলা, মাতা জগৎ জননী,
আদ্যাশক্তি মহামায়া ত্রিপুর ভাবিনী।

সরলা বালিকা রূপে ব্রহ্মাণ্ড মোহিনী,
প্রকৃতী রূপণী সতী, পুরুষ প্রধান
অনাদি অনন্ত হর-সংমিলন আশে,
উপনীত, সখিসহ প্রভাত সময়ে।

গৈরিক বসনে গৌরী তনু আবরিত,
(তবুও উজ্জল গিরি লাবণ্য ছটায়)
অনন্ত রূপের জ্যোতি বিস্তারি ভুবনে,
বিমুগ্ধ করেছে মরি অখিল সংসার।

অনন্ত অম্বর মার্গে অমর নিকর
অম্বিকার আগমন হেরিয়া হরষে,
(জানিয়া প্রকৃত কাল সমাধি ভঞ্জনে)
পাঠাইল কামে সবে, ভব সন্নিধানে।

মহেন্দ্র আদেশে কাম ধুর্জ্জটী সদনে,
সভয়ে পশিল ধীরে, ফুলশর করে,
সেনানী বসন্ত সৈন্য ভ্রমরের সহ,
পাপিয়া, মলয়, পীক অনুচর যত।

উদিল বসন্ত ঋতু পর্ব্বত শিখরে,
ফুল্ল ফুল সাজে হর্ষে, বসুন্ধরা সতী
সাজিল সহসা নব পত্র কিশলয়ে,
নীরস জীর্ণাঙ্গ তরু সরস সবল,
মধুর কুসুম গন্ধে আমোদিত গিরি॥

পরিমল লোভে অলি, কুসম নিকরে,
গুঞ্জরে সুস্বরে, ক্ষণে উড়ে বসে তায়,
শাখী শাখে পীকবঁধু আছিল নীরবে,
সহসা উঠিল দোঁহে ঝঙ্কারি হরষে।

পাপিয়া-পঞ্চম-তান-সুললিত-রবে
ধ্বনিত কন্দর গিরি, কম্পিত সঘনে,
মলয় অনিল, মন্দ মৃদু প্রবাহিত,
ঋতুরাজ আগমনে শোভিত অচল।

আকুল বিরহীকুল বসন্তাগমনে,
আবাল বনিতা মগ্ন সুখের হিল্লোলে,
ধ্যানমগ্ন যোগীকুল উন্মিলী নয়ন,
প্রসন্ন অন্তরে পুনঃ চাহে মহীপানে।

পশুপতি-পাদপদ্মে অর্পি বিল্বদল,
নগেন্দ্রনন্দিনী বালা মহা ভক্তিভরে,
গললগ্ন কৃতবাসে নমিয়া চরণ,
দাঁড়াল অদূরে ক্ষণ, ধ্যান ভঙ্গ আশে।

কুসুম নির্ম্মিত ধনু ল'য়ে নিজ করে,
সভয়ে চলিল কাম ত্র্যম্বক সদনে,
জানু পাতি রতি পতি বসিয়া অদূরে,
চিন্তিছে, কেমনে শর বিন্ধিব হৃদয়ে।

হুলে ধরি মহাধনু নোয়াইয়া বলে,
অৰ্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি জ্যাগুণ আরোপনে,
আকর্ষি শিঞ্জিনী, হর্ষে টঙ্কারিয়া গুণ,
মর্ম্মভেদী পঞ্চ শর যুড়িল ধনুকে।

ঊর্দ্ধচারী সুরবৃন্দ বিস্মিত নয়নে
অনিমিষ, এক দৃষ্টি চাহি গিরিপানে,
প্রমাদ লহরী সবে গণিতেছে মনে,
সংশয় অনলে দগ্ধ অমর জীবন।

মদন বিপদ শঙ্কা চিন্তিয়া অন্তয়ে,
চিন্তান্বিত পুরন্দর সুরবৃন্দ সহ,
প্রতিক্ষণে কৌতুহল অন্তরে উদয়;
সশস্ত্র সজ্জিত সবে রক্ষিবারে কামে।

হানিল বিষম শর, ছুটিল সবেগে,
মূহুর্ত্তে বিধিল গিয়া শঙ্কর হৃদয়ে,
আকুল করিল চিত সমাধি ভঞ্জনে,
সক্রোধে চাহিল দেব মদনের পানে।

ঘূর্ণিত লোচন দ্বয় রক্তিম বরণ,
মহারুদ্র রুদ্রতেজ ললাট ফলকে,
(ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত পাবকের শিখা)।
বাহিরিল তেজঃ পুঞ্জ ভীষণ দর্শন।

জ্বলন্ত অনল শিখা হেরি মীনকেতু
ঊর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণভয়ে পলায় সঘনে,
বাসব, অনল, অনিল, বরুণ, শমনে,
ত্রাসিত অন্তরে সবে ডাকে উচ্চৈস্বরে :—

'পুরন্দর! শচীকান্ত! কোথা এবে সবে,
সাধিয়া আপন কার্য্য কি হেতু এখন।
পলায়িত সবে বল কাপুরুষ প্রায় ;
স্বার্থপর সুরবৃন্দ ঘৃণিত এমন!

কৃতঘ্ন অমর আজ ভাগ্য দোষে মম,
দেবের কর্ত্তব্য নহে ত্যজিতে আশ্রিতে,
পরকার্য্যে হারাইনু জীবন অকালে,
ঘটিল রতির ভাগ্যে বৈধব্য বেদনা!

দেখিতে দেখিতে অগ্নি প্রচণ্ড নিস্বনে
স্পর্শিল মদন গাত্র, ভয়ঙ্কর বেগে,
ভুবন মোহন তনু ভীষণ অনলে
প্রজ্বলিত, অবিলম্বে ভস্মে পরিণত।

অকস্মাৎ দৈববাণী হইল আকাশে,
'নিস্বার্থ পবিত্র পুণ্য-ধর্ম্ম আচরণে
অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি লাভলে ভুবনে,
চিরদিন তব কীর্ত্তি ঘুষিবে জগতে।

না হবে বিধবা রতি, বৈধব্য অনলে
দহিতে হবে না তায়, আশু সে উপায়
আশুতোষ, করিবেন সদয় হৃদয়,
হরের প্রসাদে কাম লভিবে জীবন।'

চেতনা পাইয়া নাথ উন্মিলী নয়ন,
আঁখিমেলি চাহিলেন হিমানী শিখরে,
না হেরি সতীরে পুনঃ উন্মত্ত বিষম,
মহাক্রুদ্ধ, রুদ্রতেজ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত।

সভয়ে দেবতাবৃন্দ নামি গিরিতলে,
পশিল বিষণ্ণ ভাবে পিনাকী সদনে,
মহাক্রোধে মহেশ্বাশ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাশ,
সম্বোধি বাসবে কৈল মহারুষ্ট মনে :—

"অম্বিকার ধ্যানে মগ্ন মানস চকোর
সুধাপানে উল্লাসিত ছিল ক্ষণকাল,
মহাকষ্টে চিত্ত স্থির করেছিনু হায়,
কেন সে যাতনা ইন্দ্র, কৈলে উদ্দীপন ?

কোথা মম সতী, ইন্দ্র ! বলহে এখন,
না হেরি বদন শশী বিদরে জীবন,
সতী না পাইলে আজ অনর্থ ঘটিবে,
দহিব নিশ্চয় বিশ্ব প্রলয় অনলে ।”

দেবের অনন্ত কষ্ট, আত্ম বিবরণ,
পশুপতি পাদপদ্মে নিবেদিয়া সব,
স্তুতি বাক্যে আশুতোষে কহিল বাসব :—
নহে দোষী বিশ্বনাথ ! বিশ্ববাসীজনে ।

অকারণে কেন প্রভো ! কর সৃষ্টি লয়,
ব্রহ্মাণ্ড বিনাশী অস্ত্র হানিয়া কি ফল,
নাশ ইন্দ্রে, নাশ ত্বরা, ঘুচিবে এ জ্বালা,
দহিতে হবে না আর অধীনতা বিষে ।

দাসত্ব পাদুকা শিরের করিয়া বহন,
পারি না ভ্রমিতে আর অবনী মণ্ডলে,
কিনা তুমি জান দেব ! ব্রহ্মাণ্ড বারতা,
অবিদিত নহে কিছু তোমার গোচরে ।

সিংহের আসন লাভ করেছে শৃগালে,
বৈজয়ন্তপুরে এবে দৈত্য অধিকার,
উপেন্দ্র আদেশে তেঁই সমাধি ভঞ্জনে
নিযুক্ত অমর বৃন্দ, কাতর অন্তরে ।

যোগমায়া যোগে তনু ত্যজি দক্ষালয়ে
লভেছে জনম পুনঃ শৈলরাজ গৃহে,
গৌরীরূপে অবতীর্ণা অবনী মণ্ডলে,
হের আশু আশুতোষ! সতী তব পাশে।"

গৌরীরে হেরিয়া হর প্রসন্ন অন্তরে
প্রসারিল করদ্বয়, ধরিতে তাহায়,
ঈষৎ হাসিয়া বালা, দাঁড়ায়ে অন্তরে,
নিবারণ কৈল হরে অঙ্গ পরশনে।

অবৈধ আচার দেব! সাজে না তোমারে,
অনূঢ়া কুমারী আমি, কেমনে এখন
পরশিবে অঙ্গ মম, পরিণয় পাশে
বাঁধিয়া দাসীরে, মম পূরাও বাসনা?

স্তবে তুষ্ট আশুতোষ, রুষ্ট ভাব ত্যজি
সাদরে কহিল ইন্দ্রে, "না ভাব বিষাদ
মনে, জানিয়াছি ধ্যানে সব, বৈজয়ন্ত
ধামে কুঘটন ঘটিয়াছে যত এবে।

দেবের বাসনা পূর্ণ করিতে বাসনা
থাকে যদি হে মহেন্দ্র! অচিরে পার্ব্বতী
সহ সুমিলন মম কর তুমি তবে,
সতীর বিচ্ছেদ জ্বালা সহেনা হৃদয়ে।"

নৈমিষারণ্য মাঝে রতি সুলোচনা
শচীপাশে বসি সদা ভাসে মনোদুঃখে,
পতির বিপদ ভাবী ভাবিয়া হৃদয়
ব্যথিত, সর্ব্বদা বালা ভাসে অশ্রুজলে।

বাসব রমণী তায় করিছে সান্ত্বনা,
তবুও অবোধ মন প্রবোধ না মানে,
হৃদয়ের সুখরবি মানস গগনে
আবৃত সতত চিন্তা নব ঘন জালে।

সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু সুন্দর শোভিত,
অকস্মাৎ সুলোচনা মুছি মন ভ্রমে,
কহিল শচীরে ধীরে তিতি অশ্রুনীরে :—
"রতির অদৃষ্ট বুঝি ভেঙ্গেছে নিশ্চয়।

বহুক্ষণ হলো সখি গিয়াছে চপলা,
এখন (ও) ফিরিয়া কেন, না আইল বল,
কি বিপদ প্রাণকান্তে ঘটিল না জানি,
অভাগিনী রতি কি গো! হলো কাঙ্গালিনী?"

হেন কালে দ্রুতগতি চপলা সুন্দরী,
ইরম্মদাকৃতি বালা স্বভাব চঞ্চলা
উপনীত শচী পাশে, বিষাদিত মনে
ভাবিত কেমনে বার্ত্তা কহিবে রতিরে।

শুনিলে বারতা রতি ত্যজিবে জীবন,
পতির বিয়োগ জ্বালা, অবলার প্রাণে
শেল সম বাজে. কেমনে কহিয়া হায়!
সে দারুণ-বাণী, দহিব পরাণ তার?

•

নমিয়া শচীর পদে, সম্ভাষি রতিরে,
কহিল বারতা যত ভাবিয়া হৃদয়ে,
"হর কোপানলে কামে ভস্মীভূত হেরি
আইনু সজনি! ত্বরা দিতে সমাচার।"

চপলার মুখে শুনি পতির নিধন,
মূর্চ্ছাগত কামবধূ, শচী ক্রোড়তলে
আছাড়ি পড়িল বালা মহাশোক ভরে,
বিচ্ছিন্ন ব্রততী ভিন্ন শুনি তরুরাজে।

৮

কাতরে মহেন্দ্র জায়া কৈল চপলায়,
"হায় লো চপলে! অকালে বিচ্ছেদ কীট
পশিয়া হৃদয়ে, কাটিল কুসুম বালা,
বিশুষ্ক প্রসূন মরি শোক রবিতাপে!

ভাগ্য দোষে প্রাণনাথ হইল নিদয়,
বধিতে কোমল কায় অবলা রতনে
এত যদি সাধমনে, কেন না সজনি!
বধিলেন তবে তিনি এ দাসীরে হায়!

নিতি নিতি এ যাতনা সহিতে হতো না,
ভুঞ্জিতে অনন্ত ক্লেশ হৃদয়ের জ্বালা,
পরের হৃদয়ে ব্যথা দিয়া অকারণে,
না জানি বীরের প্রাণে কিবা সুখ হয়?"

বসন অঞ্চলে মুছি নয়নের জল,
রতি সুশ্রুশায় শচী নিযুক্ত নিয়ত,
নেহারি বদন মরি, অন্তরে গুমরি,
কাঁদিছে পুলোম বালা আকুল হৃদয়।

বহুশ্রমে সুশ্রুশায় লভিয়া চেতন,
আলু থালু বেশে রতি হাহাকার রবে
ধাইল বিমান মার্গে, কাঁদি উচ্চবোলে,
মুহূর্ত্তে পৌঁছিল রামা ত্র্যম্বক সদনে।

ভস্মরাজী পতি দেহ হেরিয়া নয়নে,
বিষাদে কাঁদিয়া রতি কহে উচ্চৈস্বরে :—
"হা শঙ্কর উমাপতে! হায় বামদেব!
কি দোষে দাসীরে বাম হইলে এখন।

দুর্গতি নাশিনী শিবে! পতিত পাবনি!
পতি মর্ম্ম জগদম্বে! জান সে সকলি,
জেনে শুনে তবে কেন, এ দাসীরে বল,
করিলে ছলনা উমে! জগৎ জননি!

হে বাসব! স্বার্থপর! অমর কলঙ্ক!
সাধিয়া অভীষ্ট নিজ, সন্তুষ্ট অন্তরে
রয়েছ দাঁড়ায়ে সবে, না জানি কেমনে,
নিঠুর! হলো না দয়া, কঠিন হৃদয়ে?

জীবন সর্ব্বস্ব ধন হৃদয় রতনে
হারায়ে জনম তরে, কি সুখে এখন
ধরিব জীবন আর, বিসর্জ্জিব তায়,
বাঁচে কি শফরী কভু সলিল বিহনে?

বৃন্তচ্যুত পুষ্পরাজী সরস কখন,
থাকে কি জীবিত ইন্দ্র! বল হে আমায়,
ব্রততী বিটপী-ভ্রষ্ট বাঁচিবে কেমনে,
কি দোষে কাঠুরা করে দিলে তরুবরে!

হে প্রচেতঃ! ভুবন বিখ্যাত অস্ত্র, পাশ
অভিধেয়, হানি শিরে, নাশ ত্বরা, সহে না
দারুণ জ্বালা, পতির বিচ্ছেদ অগ্নি
পশিয়া হৃদয়ে দহিছে পরাণ মম;

হে কুলিশি! অশনি প্রহারি ত্বরা রতির
মস্তকে, জুড়াও বেদনা তার, ত্রিশূলি!
ত্রিশূল হানি, পতি পাশে প্রের মোরে,
বৈধব্য যন্ত্রণা আশু কর নিবারণ।

অস্তমিত সুখ রবি, নলিনী বাঁচিবে
তবে বল সে কেমনে, নয়নাসার নিত্য
তুহিন সম্পাতে, শুকাবে কমল কায়,
বৃন্তচ্যুত হয়ে ত্বরা পড়িবে ভূতলে।

হা কান্ত! একান্ত কি হে দাসীরে ত্যজিলে?
ভুবন মোহন ধনু ধরি নিজ করে
বারেক সম্ভাব নাথ! দিয়া দরশন,
নিরখি বদন শশী জুড়াব জীবন।

এস নাথ! দোঁহে মিলি নন্দন কাননে
ভ্রমিব পরম সুখে, তুলি পারিজাত,
প্রেমহার, উপহার দিয়া তব করে
ঘুচাব হৃদয় ভার, ভাসিব উল্লাসে।

তোমা বিনা শূন্যময় হেরি ত্রিভুবন,
কে আছে দাসীর আর, বল ত্রিসংসারে,
চিরদাসী দাসীপদে, বিপদ সলিলে
কি হেতু নিমগ্ন তারে কৈলে গুণমণি?

হে বসন্ত! প্রাণকান্ত! কোথা মম বল?
কোকিল! মলয়ানিল! নিরুত্তর কেন?
ভ্রমর! গুঞ্জনে বিরত কেন? কি ভাবি
বিষণ্ণ অন্তরে সবে, রয়েছে নীরবে?

প্রভুদ্রোহি! অবিশ্বাসি! কৃতঘ্ন! নিঠুর,
স্বামীর বিপদ দৃশ্য হেরিয়া নয়নে,
নিশ্চিন্ত অন্তরে সবে রয়েছ কেমনে,
অনুগত জনোচিত এই কি বিধান?

বাসব! মিনতি আমি করি তব পদে,
অবিলম্বে দেহ মোরে সাজাইয়া চিতা,
প্রবেশি অনল মাঝে, ত্যজিব জীবন,
পারি না সহিতে আর, এ দারুণ জ্বালা।"

বিলাপে বিষাদে রতি, কাঁদে উচ্চরোলে,
আকুল দেবতাকুল, অনল, অনিল,
নিস্তব্ধ সকলে শোকে, নাহি সরে বাণী,
না পারে রতিরে কেহ করিতে সান্ত্বনা।

কতক্ষণে অশ্রুজল মুছি সুলোচনা
কহিল সম্বোধি ইন্দ্রে, "শচীশ্বর! যাও
ত্বরা আশুতোষ পাশে, জানাও যাতনা
মম, বৈধব্য বেদনা রতি সবে কতকাল!"

আশ্বাসি রতিরে ইন্দ্র, আগুসরি হরপদে
করি নমস্কার, কৈল তাঁরে, "হে অনাথ—
নাথ! ভিখারী বাসব ভিক্ষা মাগে তব
ঠাঁই, বাঁচা(ও) করুণাময়; বাঁচা (ও) মদনে।

আশ্বাসি মহেন্দ্রে তবে দেব মহেশ্বর,
রতির ললাট দুঃখ ঘুচাবার তরে,
ভস্মাকৃতি স্তুপাকার কাম-তনু পানে
চাহিলেন পুনঃ মরি প্রসন্ন নয়নে।

জীও কাম, স্বস্তি বাক্য উচ্চারি সঘনে,
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ, বাঁচায়ে অনঙ্গে,
অধৈর্য্য অন্তরে সদা, গৌরীর কারণে,
অশান্ত হৃদয় মরি না হয় সুস্থির।

ভবের প্রসাদে কাম লভিয়া জীবন
আরম্ভিল স্তুতি তায়, বিবিধ প্রকারে,
রতিসহ মিলি পুনঃ প্রফুল্ল অন্তরে,
সুরবৃন্দে সঙ্গে করি, প্রয়ানিল ত্বরা।

লম্বমান্ হিম গৌর জটা পৃষ্ঠোপরি,
মধ্যাহ্ন-তপন, মহাযশা তপোধন,
দেবর্ষি নারদ, করে বীণা যন্ত্র ধরি
হরিগুণ গানে রত, তুষিতে শ্রবনে।

ধ্যান ভঙ্গ জানি হরে প্রফুল্ল অন্তরে
উপনীত মহাঋষি হিমাদ্রি শিখরে,
সম্বোধি মহেন্দ্রে তবে কহিল তখন,
"পার্ব্বতী সহিত আশু করিতে মিলন।'

প্রণমি দেবর্ষি পদে, দেবেন্দ্র তখন
কহিল সহর্ষে, "যাও ঋষে! অবিলম্বে
গিরিরাজপুরে, কহিও শৈলেশে, ত্বরা
অর্পিতে নগেন্দ্র বালা শঙ্করের করে।

তোমা বিনা তপোনিধে! এ কার্য্য সাধনে
নহে সে সশক্ত কেহ, যাও ত্বরা গিরিপুরে,
মিলাও পার্ব্বতীসহ পার্ব্বতী বল্লভে,
ঘূচাও দেবের দুঃখ, অনন্ত যাতনা।"

ইন্দ্র বাক্যে মহাঋষি চলিল সত্বরে
হিমালয় রাজগৃহে, কহিতে বারতা;
সখিসহ গিরিবালা ধাইল পশ্চাতে,
মেনকা জননী পাশে মুহূর্ত্তে পৌঁছিল।

অষ্টম স্বর্গ।

অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপী দানব সমরে
আক্রান্ত অমর বৃন্দ, বিরত আহবে,
সমবেত পুনঃ সবে স্বর্গের দুয়ারে,
করিছে বিষম যুক্তি জিনিতে অসুরে।

তর্কের প্রসঙ্গে কাল বহুক্ষণ গত,
নিরুৎসাহ সুরবৃন্দ জীত দৈত্য রণে,
দানব বিক্রম হেরি স্তম্ভিত সকলে
আশ্চর্য্য, অদ্ভুত রণ-কৌশল দর্শনে।

সম্বোধি দৈবতদলে কহিল অনল :—
"ক্ষান্ত হও দেববৃন্দ! বৃথা রণশ্রমে
ক্লান্ত কেন কর তনু, দানব বিজয়
হবে না অমর হ'তে জে'ন সুনিশ্চয়।

কার্ত্তিকেয় মহারথী স্কন্দ তারকারি,
রুদ্রের তনয় বীর, রুদ্র সম তেজে,
তারক নিধন হেতু জনম গ্রহণ,
সেনাপতি পদে আশু বর সে তাঁহায়।

চল পাশি! পশি ত্বরা কৈলাশ শিখরে,
উমাসহ উমাপতি বিরাজে যথায়,
সেনাসহ পরিণয় প্রণয় বন্ধনে
বাঁধিতে কুমারে, দেব কল্যান কারণে।"

চিন্তিয়া হৃদয়ে দেবনিমেষ সময়ে
কৈলাশ ভুবনে গিয়া উপনীত সবে,
বিচিত্র ভূধর শোভা নিরখি পুলকে
বিস্মিত অমর কুল, অদ্ভুত বর্ণনে।

রাগ, দম্ভ, হিংসা, ক্রোধ, গর্ব্ব, অভিমান
লেশ মাত্র নাহি তথা, সদা শান্তি-স্রোত
প্রবাহিত মৃদুভাবে, উল্লাসে মগন
সবে, নাহি জানে কভু দুঃখ কারে বলে।

আশ্চর্য্য প্রীতির ভাব ভক্ষ্য ভক্ষকেতে,
অহরহঃ ভ্রমে সুখে ভুজঙ্গে ময়ূরে;
মার্জ্জারে মুষিকে,শার্দ্দূল ছাগলে সদা,
কুরঙ্গী কেশরী সনে ফিরে গিরি পথে।

কিন্নর, অপ্সর, নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর
যক্ষঃ, রক্ষ, আদি সবে, তন্ত্র সিদ্ধ, মন্ত্র
বলে ভ্রমে সবে নির্ভয় হৃদয়ে, অহঃ—
রহঃ মগ্ন প্রেমনীরে, সুখের হিল্লোলে।

অপ্সরী কিন্নরী কুল মনের হরষে
নামিয়া সরসী নীরে, মহা কুতহলে
জলকেলি করে সবে, বাহুপাশে ভুজ—
লতা বাঁধি পরস্পরে, সন্তরণ দেয়

সুখে, কুবলয় (ধন) তুলিয়া সাদরে,
কেহ বা পরিছে কেশে, সলিল দর্পনে
কেহ হেরিয়া বদন, ভাসে মন সুখে,
উচ্ছসিত বারি রাশি মহা আন্দোলনে ।

প্রসারি বিচিত্র পুচ্ছ, শিখিনীরসহ
শিখীকুল নাচে সুখে কেকা রবে, তাল
ভঙ্গ হেরি রোষে, খঞ্জন খঞ্জনী দোঁহে
আশু আসি তথা, আরম্ভিল নৃত্য সুখে ।

উচ্চশির শাখী শাখে বিহঙ্গম কুল
বাঁধি নীড় থাকে সুখে, সুসঙ্গত তাল
মান, সুললিত স্বরে, বৈতালিক গীত
গাহিতেছে সবে, নির্ভয় অন্তরে সদা ।

অনন্ত বসন্ত তথা চির বিরাজিত—
ফুল্ল ফুল নব সাজে তরু লতা চয়
সুশোভিত, সদা তায় ভ্রমর গুঞ্জরে,
কুহরে কোকিল কুল, সুমধুর রবে ।

মহামূল্য রত্নরাজী—দীপ্ত প্রভান্বিত,
তিমির পাষাণ গর্ভ ভেদিয়া নিয়ত,
মর্ম্মর প্রস্তর শ্বেত, সুধাংশু কিরণে
স্ফটিকের আভা কিবা প্রকাশে নিয়ত ।

গৈরিক নিঃস্রব ধাতু প্রচণ্ড গমনে
উদ্গীরণ গিরি পথে ভয়ঙ্কর রবে,
পদ্মরাগ, মরকত, অয়স্কান্ত আদি
অগনন, শোভে কত শৈলেশ শিখরে।

বিচিত্র কৈলাশ শোভা নিরখি নয়নে,
সবিস্ময়ে, সপুলকে দেবেন্দ্র বাসব
সঙ্গে লয়ে সুরবৃন্দে, ভবেশ আবাসে
পশিল বিষাদে, হারি দনুজ সমরে।

ঈশান ঈশান কোনে বসি বিল্বমূলে,
ঈশানীর সহ সুখে ভাসে প্রেমালাপে,
আগম, নিগম, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা,
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহিছে উমারে।

হর গৌরী পদে ইন্দ্র নমিয়া সম্ভ্রমে
দণ্ডাইল করযোড়ে, নতশীরে রহিক্ষণ,
কহিল সম্বোধি হরে, "হরনাথ! হর
দেবের যাতনা আশু, আশুতোষ তুমি,

হে অনাথ নাথ! ভকৎ বৎসল তুমি
বিদিত ভুবনে, আশ্রিত জনার গতি
একমাত্র ভবে, নিরাশ্রয় সুরবৃন্দ,
দেহ সে আশ্রয় প্রভো! কৃপাময় ভবে

তুমি, দুর্ব্বলের বল, অমর সম্বল,
চির ভরসা আশ্রয়, হে পিনাকি! তেঁই
ভিক্ষা মাগে ইন্দ্র, দেহ ভিক্ষা তারে আজ,
দুর্ব্বল দেবতাকুল দনুজ সমরে।

বরিতে কুমারে আজ সেনাপতি পদে,
অভিলাষ সুরবৃন্দ করিয়াছে মনে,
পুরাও বাসনা দেব! দাসত্ব—শৃঙ্খল
ঘুচাও সত্বরে, নাশ দেবের যাতনা।

হবে না কুমার বিনা তারক নিধন,
নিশ্চয় জেনেছি মনে, বিরূপাক্ষ! হয়ো
না বিপক্ষ দাষে, দেহ ভিক্ষা কৃপাময়!
কৃপা করে আজ, কুমারে অমরে ত্বরা।"

রূপসী রমনী রামা সেনা অভিধেয়া,
যৌবনের ভরে অঙ্গ সদা সচঞ্চল,
চাহিয়া কুমার পানে কটাক্ষ নয়নে,
মোহিত সুন্দরী, মরি সেরূপ নেহারি!

শিখীধ্বজ শক্তিধর কুমার সহর্ষে
চাহিয়াছিলেন ক্ষণ, দেববৃন্দ পানে,
সহসা পড়িল দৃষ্টি, হেরিল নয়নে,
বিম্বিত বদন ছবি হৃদিসিন্ধু তলে।

কুমারের মনোভাব বুঝিয়া গোপনে,
দেবের কল্যাণ হেতু, চিন্তিয়া অন্তরে,
কহিল মদনরিপু দৈত্যারিপু প্রতি :—
"বৃথা দুঃখ সুরপতে! পরিহর চিতে;

দানব সৌভাগ্য রবি অস্তমিত প্রায়,
অচিরে বাসব তব পুরিবে বাসনা,
বৈজয়ন্ত ধামে পুনঃ অসুরারি গণ,
ভাসিবে সুখের সরে, অপার আনন্দে।"

সম্বোধি কুমারে তবে কৈল পশুপতি :—
"যাও বৎস! ইন্দ্র সহ ত্রিদিব মণ্ডলে,
ভেটিতে দুর্দ্দান্ত রিপু দনুজ ঈশ্বরে,
তোমা বিনা দুষ্ট দৈত্য হবে না নিধন।

নাশিয়া তারকাসুরে ভীষণ আহবে,
অসুর মর্দ্দন আখ্যা লভ ত্রিজগতে,
বিপুল বিজয় ধ্বজা উড়ায়ে গগণে,
অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি লভ ত্রিভুবনে।"

অভয়ার পাদপদ্মে নমিয়া মহেন্দ্র
কহিল সম্বোধি পুনঃ, "ভিখারী বাসব—
মাগো! মাগে ভিক্ষা পদে, দেহ মা কুমারে
আজ ভিক্ষা তায়, জগদম্বে! মাগি পদে।"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল অম্বিকা ঃ—
"কত যে আশঙ্কা নব, উদে হে দেবেন্দ্র!
প্রতিক্ষণে মায়ের অন্তরে, কহিব কেমনে,
জানে সে পুলোম বালা; কি জানিবে তুমি

শুনেছি দনুজ পতি কঠিন হৃদয়,
বাছার কোমল অঙ্গে নিদারুণ
বাণ ভেদিয়া ব্যথিত যবে করিবেও
তনু, কেমনে সহিব প্রাণে, বল শুনি ;"

কাতরে কহিল ইন্দ্র—অম্বিকা চরণে ঃ—
অসুর নাশিনি শিবে! অসুর নাশিতে
নহে তব পুত্রে ভার, মাতঃ! বিশেষতঃ
রক্ষিব সকলে মিলি, কি সাধ্য দনুজ—

পতি বিনাশিবে তায়, অন্তর যামিনী
তুমি, জান সে সকলি, অন্তর বারতা
যত, জেনে শুনে কেন তবে এ ছলনা
করিছ অমরে মাতঃ! বল গো আমায়।"

"সঁপিনু কুমারে তব করে, হে বাসব!
কহিল অম্বিকা, রেখ স্যতনে তুমি
ভিখারিণী ধনে, দেখো যেন, দৈত্যকীটে
না কাটে অকালে মম হৃদয় কুসুমে।"

ভক্তিভাবে নমি ইন্দ্র পার্ব্বতী শঙ্করে
চলিল হরষে, সঙ্গে লয়ে শিখীধ্বজে,
প্রফুল্লিত মনে সবে আনন্দে মগন,
দানব বিজয় ত্বরা জানিয়া নিশ্চিত।

সজ্জিত কুমারে সুর করি যোদ্ধৃ সাজে,
মন্দাকীনি পুতঃধারা পবিত্র সলিলে
অভিষিক্ত করি তায় সেনাপতি পদে,
কৃতার্থ হইয়া ধায় অন্তঃরীক্ষ তলে।

নিজ পাশ দিল পাশী, দণ্ড দণ্ডধর,
গাণ্ডীব অনল দিল, বজ্র বজ্রধর;
যার যত অস্ত্র ছিল, সন্তুষ্ট অন্তরে
কুমারে অর্পিল সবে, দৈত্যের নিধনে।

সেনাপতি করি অগ্রে দেব অনিকিনী
বিপুল বিক্রম ভরে উৎসাহিত হয়ে
ধাইল প্রচণ্ড রবে, নির্ভয় অন্তরে
স্বর্গের দুয়ারে গিয়া বাজাল দুন্দুভি।

অলঙ্ঘ্য প্রাচীর সম দেব অনিকিনী
বেষ্টিল দানব পুরী, ত্রাসিত দানব
বৃন্দ, সহসা পশিতে হেরি অমরের
দলে, ভীষণ আহবে অসজ্জিত সবে।

নবম স্বর্গ ।

অসংখ্য অমরচমূ স্বর্গের তোরণে
বেষ্টিত জলধি প্রায়,
কোলাহল বীচি তায়,
উত্থিত নিয়ত ভীম গভীর গর্জ্জনে।

কম্পিত স্বরগ ভূমি বীরপদ ভরে,
অস্ত্রের ঝন ঝনাঘাত,
প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাত,
পশিছে ভীষণ নাদে শ্রবণ বিবরে।

মাতঙ্গ বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বহ্রেষা রবে।
কম্পিত ত্রিদিববাসী,
বদনে নাহি সে হাসি,
সভয়ে মুদিল আঁখি সশঙ্কিত সবে।

অমরের রণ বাদ্য বাজিল সঘনে,
কম্পিত নন্দনবন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন,
কম্পিত স্বরগ-বাসী ভীষণ নিঃস্বনে।

মন্দাকিনী পুতঃ বারি উচ্ছাসিল রোষে,
রথের ঘর্ঘর নাদে
মাতৃ কোলে শিশু কাঁদে,
চুম্বিয়া বদন মাতা তনয়েরে তোষে।

কোদণ্ড টঙ্কার ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
শ্বাপদ সভয় মনে
পলায় বিজন বনে,
কুলায় পশিল পক্ষী ভয়াকুল মন।

কোষমুক্ত ক্রোধভরে উত্থিত কৃপাণ।
ভীমরবে সৈন্যগণ
করে মহা আস্ফালন,
আরোহী বিমানে দেব ছাইল বিমান।

সজ্জিত সৈনিকচয় মণ্ডল আকারে।
আগম নিগমোপায়
একমাত্র দ্বারতায়,
অশক্ত বিপক্ষ বজ্রব্যূহ ভেদিবারে,

বিপুল বিক্রমে সবে পরাক্রম ভরে
আক্রমিল সুরপুরে,
জিনিব দানবাসুরে,
উদ্ধারিব জন্মভূমি বাসনা অন্তরে।

বিপক্ষ বিনাশ আশ চিন্তিয়া হৃদয়ে
দ্বিগুণ উৎসাহে সবে
ভেটিতে দানব ধরে
ঘিরেছে স্বরগ পুরী অমর নিলয়ে।

জীত হয়ে পূর্ব্বরণে মহাক্রুদ্ধ মনে,
আশিবিষে দংশে যারে,
সে কি কভু ভুলিবারে
পারে সে দারুণ জ্বালা হায় আজীবনে।

এখনও সে অপমান জাগৃত হৃদয়ে
কুমার সেনানী সঙ্গে
সমর তরঙ্গে রঙ্গে
দিয়াছে তেই সে ঝাঁপ ভাবিয়া নির্ভয়ে।

গর্জ্জিল কুমার ঠাঠ গরজি ঠমকে ;
ভীমরবে দিগাঙ্গন
কাঁপাইয়া সিংহাসন,
সঘনে দনুজ পতি চাহিল চমকে।

সম্মুখে সেনানী ছিল কহিল তাহায় :—
" পুনঃ কি অমর আসি
ঘেরিল ত্রিদিব বাসী
নিঘৃণ অমর মনে ঘৃণা নাহি হায়!

কি সাহসে পুনঃ তারা পশিল আহবে।
অকস্মাৎ সিংহাসন
প্রকম্পিত কি কারণ,
না জানি বিপদ কিবা ঘটিবে দানবে

এত স্পর্দ্ধা অমরের অসুরে জিনিবে,
পশিতে বিপক্ষ রণে
নহে ভীত দৈত্যগণে,
কি সাধ্য দেবের তায় রণে পরাজিবে।

যাও তুমি সেনাপতে! সাজাও সত্বরে,
চতুরঙ্গ সেনাদলে,
শত্রু সহ রণস্থলে
ভেটিব ত্বরায় আমি ভীষণ সমরে।"

ভীষণ তারকাদেশ পালিতে যতনে
চলিল সক্রোধ ভরে,
সেনাপতি সুকৌশলে
সাজাইতে অনিকীনি সমর কারণে।

অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি করি আরোহণ,
শত্রু সৈন্য অগণন
নিস্তব্ধ হেরিয়া ক্ষণ,
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর সম দনুজনন্দন।

অদ্ভুত রচিতব্যূহ-চক্র সুকৌশলে;
শিখী পৃষ্ঠে সমারূঢ়,
কুমারে হেরিয়া মূঢ়,
নিমগ্ন দনুজপতি চিন্তা সিন্ধু তলে।

"শিখীধ্বজ, ষড়ানন, সহাস্য বদন,
প্রসর উরস, কায়,
বীর চিহ্ন স্পষ্টতায়,
হেরি নাই হেন যোদ্ধা জীবনে কখন ! !

শক্তিধর শক্তি পুত্র জানিনু এখন,
বিপক্ষ অদৃষ্ট দোষে,
বিরুপাক্ষ তেঁই রোষে,
পাঠাইল পুত্রে নিজ করিতে নিধন।

না চাহি সাহায্য কারও পশিব সমরে,
একাই করিব রণ,
কি সাধ্য অমরগণ
জিনিবে আমায় রণে নাশিবে কি করে।"

ত্যজিয়া প্রাসাদ চূড়া নামি হর্ম্ম্যতলে,
প্রবেশিয়া অস্ত্র গেহ,
সজ্জিত করিয়া দেহ,
বাহিরিল যোদ্ধৃবেশে ভীম রণস্থলে।

অর্দ্ধ পথে সুরসার সহ দরশন,
রণবেশে সুসজ্জিত
হেরি কান্তে পুলকিত,
কহিছে সাদরে তারে তরুণী তখন।

"পুনঃ কি পশিতে নাথ হইবে সমরে,
মিটে নাই রণ তৃষা,
এখন(ও) বিজয় আশা
করে কি নিঘৃণ ভীরু অমর নিকরে ?

আনিও মদনে নাথ ! করিয়া বন্ধন,
উদ্ধারিতে নিজ পতি,
দেখিব আসে কি রতি,
দেখিব সে সেবে কিনা সুরসা চরণ।

বাসব বসন কান্ত ! আনিও যতনে,
ক্রীড়ার পুত্তলীবাস
করিব হৃদয়ে আশ,
সাজাব তোমায় নাথ ! মহেন্দ্র ভূষণে।"

সুরসা বচন শুনি দনুজ ঈশ্বর,
বিরক্ত হইয়া চিতে,
চাহিয়া তরুণী ভিতে,
কহিল সক্রোধে তায় তাপিত অন্তর।

"পরিহাস কাল প্রিয়ে ! নহে সে এখন,
অসংখ্য বিপক্ষ দল
ঘিরেছে দানববল,
না জানি অদৃষ্টে আজ্ কি আছে লিখন।

বহু দিন নহে গত জিনিয়াছি রণে,
পুনঃ কি সাহসে সুরে
আক্রমিল স্বর্গপুরে,
নব বলে বলীয়ান হেরি শক্রগণে।

নিশ্চয় বিনাশ মম জানিয়াছি চিতে,
নিজ পুত্রে সেনাপতি
করিয়াছে পশুপতি,
ভীষণ আহবে এবে তারকে নাশিতে।

তবু যে সমরে যেতে কেন সে বাসনা,
বীরের কর্ত্তব্য নয়,
শক্রভয়ে ভীত হয়,
মরিলে সমর ক্ষেত্রে সুযশঃ ঘোষণা।

দেখাব কুমারে আজ দানবের বল,
তারক বিমুখ নয়,
কাপুরুষ রণে ভয়.
পৃষ্ঠ নাহি দেয় হেরে বিপক্ষ মণ্ডল।

যাও প্রিয়ে! অন্তঃপুরে রমণী সমাজে,
জিনিয়া অমরে রণে,
পুনঃ তব চন্দ্রাননে
হেরিব অচিরে কান্তে হৃদয়ের মাঝে।

বেষ্টিত স্বরগ ভূমি শত্রুশর জালে,
কেমনে নিশ্চিন্ত মনে
রহিব বল ভবনে,
কে চাহে হইতে বদ্ধ জানি ব্যাধ জালে

সসৈন্যে দনুজস্বামী পশিল সমরে।
সেনাপতি অগ্রে যায়,
পশ্চাতে আপনি ধায়,
সুন্দর সজ্জিত রথে আরোহী সত্বরে।

বিবিধ আয়ুধ তুলি লইল যতনে,
শেল, শূল, জাঠা, শির
মুষল মুদ্গর তীর
ভীষণ প্রচণ্ড ধনু অদ্ভুত দর্শনে।

চলিল দানবপতি শত্রু অভিমুখে,
সাজাইয়া সৈন্যচয়,
সেনাপতি নাহি ভয়
দাঁড়াল ত্বরায় আসি প্রভুর সম্মুখে।

অম্বুনাদ সম কম্বু ভীষণ নিনাদে,
তুরী ভেরী রণ ধ্বনি
শুনিয়া প্রমাদ গণি,
মূর্চ্ছিত স্বরগবাসী পড়িল প্রমাদে।

গর্জ্জিল দানব চমূ ভয়ঙ্কর স্বরে ;
যুঝিতে শত্রুর সনে
চলেছে নির্ভয় মনে,
উৎসাহিত রণজয়ী পরাক্রম ভরে।

উপনীত দৈত্যপতি হয়ে রণস্থলে,
সৈন্য সমাবেশ হেরি,
বিস্ময়ে চেষ্টিত মরি
অদ্ভুত নির্ম্মিত ব্যূহ ভেদিতে কৌশলে

হুড়াহুড়ি হুড়াছড়ি বাক্যের তরঙ্গে
উত্থিত গরল রাশি,
কটু ভাষা মুখে ভাষি,
অনিবার বাক্য বিষ বরিষণ রঙ্গে।

বাজিল তুমুল রণ দেবতা অসুরে ;
অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিঘাত.
সদা অঙ্গে শরাঘাত
প্রবাহিত রক্ত-স্রোত বৈজয়ন্তপুরে।

যুঝিছে বিক্রমে সবে অন্তরে নির্ভয়,
বরিষার বৃষ্টি প্রায়,
অস্ত্র বৃষ্টি পড়ে গায়,
মর্ম্মভেদী শরাঘাতে ব্যথিত হৃদয়।

আশ্চর্য্য ব্যূহের দ্বারে হেরিয়া কুমারে,
সক্রোধে দনুজনাথ,
মিলিতে মহেন্দ্র সাথ
আরম্ভিল অস্ত্র বৃষ্টি সৈন্যের সংহারে।

হাসিয়া কুমার কহে দনুজরাজনে :—
"বৃথা এ আয়াস তব,
অগ্রে মোরে পরাভব,
তবে সে হইবে দেখা বাসবের সনে।

এত শক্তি, শক্তিধর! জিনিবে তারকে?
সংগ্রামে শৈশব তুমি;
যোগ্য নও রণ ভূমি,
যাও গিয়া সুখে তুমি থাক মাতৃ অঙ্কে।"

বাজিল তুমুল যুদ্ধ দোঁহে ভয়ঙ্কর;
টঙ্কারিয়া ধনুর্ব্বাণ,
হানিল দারুণ বাণ,
আকুল দনুজপতি হেরি মহাশর।

নিবারণ করি অস্ত্র মহাক্রোধেভরে,
হানিয়া সুতীক্ষ্মবান্,
ভেদিল কুমার প্রাণ,
মূর্চ্ছাগত শক্তিহীন পড়ে রথোপরে।

কুমারে মূর্চ্ছিত হেরি, ব্যুহ ভেদি বলে,
সজ্জিত অমরপতি,
হেরিল দনুজপতি,
হেরিল কুবের যম বরুণ অনলে ।

নিরখি তারকে রোষে কহিল অনল :—
"নিশ্চয় মরণ তব,
জে'ন মনে দৈত্যধব,
অচিরে ভূঞ্জিবে তুমি নিজ কর্ম্ম ফল ।

জিনিয়া অমরে স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে এত,
কোদণ্ড টঙ্কারি বাণ,
হানিয়া হরিব প্রাণ,
নিশ্চয় অমর করে হইবে নিহত ।"

রুষিয়া দানবপতি অনলে কহিল :—
"নির্ঘৃণ নির্জ্জর চয়,
লজ্জা নাহি মনে হয়,
জিত হ'য়ে পূর্ব্ব রণে এখনি ভুলিল ।

এখনও শর চিহ্ন অঙ্গে বিদ্যমান,
মূর্চ্ছাগত, শরাহত,
কাপুরুষ প্রায় যত,
পলায়িত সুরবৃন্দ পেলে প্রাণদান ।

কি সাধ্য অনল তোর জিনিবি আমায়,
শার্দ্দুল চরমাবৃত
গর্দ্দভ দর্শন ভীত,
পারে কি সাধিতে কভু প্রাণীর সংহার।

শত ইন্দ্র, চন্দ্র, রবি, বায়ু, হুতাশনে,
পশে যদি দৈত্য রণে,
নাহি তবু ডরি মনে,
অমর নহিলে সবে নাশিতাম রণে।"

বিষম পরুষ বাক্যে পীড়িয়া মরমে,
কহিলেন প্রভঞ্জন :—
"দৈত্যাধম অকারণ,
বৃথা তুমি আত্মশ্লাঘা কর কি কারণে।

বহুযুদ্ধে পরাভব করেছ অমরে,
পরাক্রম যত তব
জানি মনে দৈতধব,
পরাজয় সুনিশ্চয় প্রভঞ্জন করে।

পতঙ্গ প্রণয় মুগ্ধ আলোকে যেমন,
ত্যজে প্রাণ কুতুহলে,
তেমতি অমর দলে
দলিবে জীবন তব, নিকট শমন"

ভীষণ চিত্রিত দণ্ড তুলি দণ্ডধর,
উচ্চৈঃস্বরে ক্রোধভরে
কহিল দনুজশ্বরে ঃ—
"বৃথা গর্ব্ব দৈত্যরাজ মনে পরিহর।

অকারণ বাক্য ব্যয়ে নাহি প্রয়োজন,
আছে তব শক্তি যত
প্রকাশ নির্ভয়ে তত,
না ডরে শমন তোমা নিশ্চিত মরণ।"

মহাক্রোধে দৈত্যপতি ধরি ধনুর্ব্বাণ,
হানিল বিষম শর,
অমরের কলেবর
আপ্লুত রুধিরে হৃদি বর্ম্ম বক্ষত্রাণ।

পলায়িত সুরবৃন্দ শৃগালের প্রায়,
হাসিয়া দনুজ পুনঃ
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ,
বিনাশে অমর চমূ প্রফুল্লিতকায়।

এদিকে ভীষণ সহ বাসবের রণ,
দোঁহে মহা বলবান,
হানিছে সুতীক্ষ্ণ বাণ,
পরাজয় জয় কভু করে উপার্জ্জন।

বহুক্ষণ বুঝি ইন্দ্র নির্ভয় হৃদয়ে,
হানিল ভীষণ তীর,
কাটিল ভীষণ শির,
দ্বিখণ্ডিত হয়ে বীর পড়ে রণালয়ে।

ভীষণ নিহত দেখি দনুজ নন্দন,
সম্বোধিয়া পুরন্দরে,
কহিলেন উচ্চৈস্বরে :—
"বাখানি সাহস তব মহেন্দ্র এখন।

সামান্য সেনানী রণে করিয়া বিজয়,
ভেবো না অন্তর মাঝে,
জিনিয়াছ দৈত্য রাজে,
বুঝিব বিক্রম তব সমরে নিশ্চয়।

দৈত্যরাজ! কহে ইন্দ্র, ত্যজগর্ব্ব মনে,
নাহি তব পরিত্রাণ,
হারাইতে সাধ প্রাণ
নিশ্চিত বিনাশ তব ইন্দ্র সহ রণে।

নহে ভীত সুরপতি দানবের রণে,
করিতে শৃগাল জয়,
মৃগেন্দ্রে সে ভার নয়,
পারে কি পলাতে মৃগ পড়ি ব্যাঘ্রাবনে।

বামন হইয়া চন্দ্রে ধরিবার সাধ,
পঙ্গু অভিলাষে মনে,
তুঙ্গ শৃঙ্গ আরোহণে.
সমুদ্র বাঁধিতে চাহ দিয়া রেণুবাঁধ।

নহে মম অবিদিত শক্তি তব যত,
ধর ধনু ধর অসি,
এথনই দানব শশি,
যাইবে হে অস্তাচলে জনমের মত।

মহেন্দ্র বচনে ক্রোধে দৈত্যকুলপতি,
নোয়াইয়া ধনুগুর্ণ,
বাহির করিয়া তুণ,
নিক্ষেপিল তীক্ষ্ম শর ভয়ঙ্কর অতি।

বাসব বসায়ে চাপ শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
আকর্ণ পুরিয়া টান,
করিল বক্ষে সন্ধান,
ফুটিল দারুণ শর হৃদয় বিদারি।

বহুক্ষণ যুঝি করে ধনুর্ব্বাণ লয়ে
ক্রুদ্ধচিত্ত দৈত্যপতি,
ভয়ঙ্কর গদা অতি
হানিল সঘনে রোষে বাসব হৃদয়ে।

নিদারুণ গদাঘাতে হইয়া ব্যথিত
কাতর মহেন্দ্র অতি,
আদেশে মাতলি প্রতি,
পলাইতে রথোপরি পতিত মূর্চ্ছিত।

সমরে অমর বর্গে করিয়া বিজয়,
উল্লাসিত দৈত্যধব,
নাশিছে গন্ধর্ব্ব সব,
অগনন গজবাজী নির্ভয় হৃদয়।

কৈলাশ শিখরে হেথা নগেন্দ্রনন্দিনী
বিজয়া জয়ার সনে,
প্রেমালাপে সুখমনে,
ভাসিছেন জগদম্বা ত্রিতাপনাশিনী।

অকস্মাৎ সিংহাসন প্রকম্পিত ঘন,
চিন্তিত পার্ব্বতী অতি
কহিলেন জয়া প্রতি :—
"কেন লো বিজয়ে! মম টলিল আসন?

গিয়াছে কুমার আজ দানবের রণে,
বহুক্ষণ সমাচার
পাই নাই সখি তার,
কি জানি বিপদ কিবা ঘটিল নন্দনে।

তারক সংহার কাব্য।

মহাযোদ্ধা দৈত্যপতি বিখ্যাত ভুবন,
বালক কুমার তায়,
কেমনে জিনিবে হায়,
ভাবিয়া আকুল মম বিদগ্ধ জীবন।"

খড়ি পাতি গণি দেখি কহিল বিজয়া
" কুমার মূর্চ্ছিত রণে,
স্মরিছে মা ও চরণে,
তেঁই সে কাতর হিয়া শুনগো অভয়া!"

সম্বোধি জয়ায়, ক্রোধে কহিল পার্ব্বতী :-
" পশিব সংগ্রামে আমি,
বিনাশিব দৈত্যস্বামী,
পারি না হেরিতে আর দেবের দুর্গতি।

যাও ত্বরা, সুলোচনে, ধূর্জ্জটী সদনে,
কহিও তাহারে তুমি,
যাব আমি রণ ভূমি,
হেরিব সংগ্রাম ক্ষেত্রে দনুজ নন্দনে।"

সাজিল অম্বিকা ক্রোধে নাশিতে অসুরে;
এলোকেশে দিগম্বরী
পদভরে থর থরি
কম্পিত ব্রহ্মাণ্ড যক্ষঃ রক্ষঃ সুরাসুরে।

হেনকালে উপনীত শঙ্কর তথায় ;
গৌরীরে হেরিয়া হর,
কহিছেন দিগম্বর ;
"একি বেশ প্রিয়তমে ! দেখাও আমায় ।

কেবা কোন অপরাধ করিয়াছে পদে,
কাহার বিনাশ আশে,
সাজিতেছ রণ বেশে,
কেবা সে বর্ব্বর হেন পড়িল বিপদে"

বিজয়ার মুখে শুনি পুত্র সমাচার,
সতীরে কহিল হর :—
"ত্যজ ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
অকারণে সৃষ্টি প্রিয়ে ! করোনা সংহার ।

অবধ্য তারক তব নাশিতে নারিবে,
ত্যজ প্রিয়ে ! ক্রোধ মনে,
শাস্তি দুষ্ট পাবে রণে,
অকারণে কেন বল লজ্জা তুমি পাবে ।

হাসিয়া করিল মাতা ক্রোধ সম্বরণ,
সুযুক্তি শঙ্কর সনে
করিয়া বিচার মনে,
পাঠাইল বিজয়ারে কুমার সদন ।

"যাওলো! বিজয়ে ত্বরা কুমার সদনে,
দিও সে ত্রিশূল তায়,
শক্তি মন্ত্র কর্ণে হায়,
জানাও আশীষ মম তায়, সুবদনে।

চলিল বিজয়া ত্বরা আদেশ পালিতে,
মূর্চ্ছাগত রণস্থলে,
মহাশক্তি মন্ত্র বলে,
কুমার চৈতন্য লভি উঠে আচম্বিতে।

সম্ভাষি বিজয়া তায় কহিল সাদরে :—
"ভেবোনা বিষাদ মনে,
অচিরে দানব রণে
হইবে নিধন, বৎস! লও শূল করে।"

মুহূর্ত্তে পৌঁছিল বেগে কৈলাশ আলয়ে,
কুমার গর্জ্জিয়া ক্রোধে,
নিবারিয়া দৈত্য যোধে,
ভেটিতে দনুজ রাজে চলিল নির্ভয়ে।

কুমারে হেরিয়া পুনঃ দানব ঈশ্বর,
কেশরী সদৃশ মন,
করি মহা আস্ফালন,
আক্রমিল রোষ ভরে শ্রান্ত কলেবর।

" শক্তি পুত্র শক্তি তেজে মহাশক্তিমান,
চড়াইয়া ধনুর্গুণ,
বাহির করিয়া তূণ,
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করিল সন্ধান।

শিবদত্ত শূলকরে হেরিয়া সভয়ে
চিন্তিত দানব পতি,
বিষাদিত হৃদে অতি.
ভাবিল নিশ্চয় মম সমরে নিধন।

এতদিনে বিরূপাক্ষ হইল বিপক্ষ
না বুঝি করিনু দোষ
তেঁই উপজিল রোষ,
তেঁই সে অমরে তিনি হইল সপক্ষ।

চিন্তিয়া মরণ নিজ প্রবৃত্ত সংগ্রামে,
মুহুর্মুহুঃ শরাঘাত,
নাহি তায় দৃষ্টিপাত,
অবসর নাহি কেহ পায় সে বিশ্রামে।

বাজিল ভীষণ রণ অদ্ভুত বর্ণনে।
অদূরে অমরগণ,
হেরিতেছে প্রতিক্ষণ,
আশ্চর্য্য অন্তরে সবে সংগ্রাম দর্শনে।

আচ্ছাদিত শরজালে গগন প্রাঙ্গন,
নাহি শর তুণ আর,
বাকি মাত্র অল্প তার,
চিন্তিত দনুজ পতি আকুল জীবন।

মহাক্রোধে শিখীধ্বজ হানিল ত্রিশূল।
কাতর ব্যথায় অতি ;
আকুল দানব পতি,
সমূলে দানব কুল হইল নির্ম্মূল।

দৈত্যকুল সুখ রবি গেল অস্তাচলে,
অন্তঃপুরে দৈত্যরাণী,
শুনিয়া বারতা ধনী
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়ে ধরাতলে।

না হইতে আশা পূর্ণ অকালে পবন
গ্রাসিল হৃদয় ধনে,
ত্যজি মহেন্দ্র ভবনে,
উন্মাদিনী বেশে শোকে ভ্রমিল ভুবন।

অশান্ত হৃদয় তবু না হলো সুস্থির
পতির বিচ্ছেদ জ্বালা,
ভুলিতে দানব বালা,
পশিল জলধি গর্ভে অনন্ত গভীর।

সমাপ্তঃ।